চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিষ্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 12 June 2019 ■ আগরতলা, ১২ জুন, ২০১৯ ইং ■ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পঃবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে পারে, রাজ্যপালের মন্তব্যে পাল্টা মমতা

সব পদেরই সাংবিধানিক সীমা থাকে

কলকাতা, ১১ জুন ।। বিদ্যাসাগরের মূর্তি উন্মোচন করার অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতার রোষের মুখে পড়তে হল স্বয়ং পঃবঙ্গের রাজ্যপালকেও। পঃবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে পারে, রাজ্যপাল কেশরিনাথ ত্রিপাঠি মন্তব্যে পাল্টা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বলেন, সব পদেরই সাংবিধানিক সীমা থাকে। তাই, রাজ্যপালের রাজনৈতিক বক্তব্যকে সমর্থন করি না। পাশাপাশি, বর্তমান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গার জন্য দায়ি করেছেন পঃবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, সন্দেশখালিতে যে নির্বাচনোত্তর অশান্তি হয়েছে তাতে দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে দেখা করেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কথা হয়। বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি প্রতিস্থাপন করে তিনি বলেন, "ভোট পরবর্তী হিংসায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে সেটাকে বাড়িয়ে ১২ বললেন। তার মানে বাকি গুলোও ভরাট করবে ওরা"। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "রাজ্যপালের ভাষণ রাজনৈতিক। রাজ্যপালকে সম্মান করি। ওনার ভাষণকে সম্মান করি না"।

মমতা বলেন, "কিন্তু প্রত্যেক পদেরই একটা সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা আছে। বাংলাকে অবমাননা করা হয়েছে। বাংলাকে বাঁচাতে চাইলে, বাংলার সংস্কৃতিকে বাঁচাতে চাইলে একজোট হন। বাংলা গুজরাট নয়। বাংলাকে গুজরাট বানানোর ষড়যন্ত্র চলছে"।

একইসাথে এদিন মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেন মমতা। তিনি বলেন "যেকোনও মৃত্যুই দুঃখের। আমি তৃণমূলের পাশাপাশি মৃত বিজেপি কর্মীদের পরিবারকেও সাহায্য করব। আমি নিজের জন্য করি না, আমি মানুষের জন্য করি।"

এদিকে, "বর্তমানের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই দায়ী বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গার জন্য। ওরা আমাদের সংস্কৃতি ভেঙে দিতে চায়"। ২৭ দিনের মাথায় বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি প্রতিস্থাপন করে এমনটাই অভিযোগ করে বসলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার হেয়ার স্কুলে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করেন তিনি।এরপর পদযাত্রা করে মূর্তি নিয়ে যাওয়া হয় বিদ্যাসাগর কলেজে। মিছিলের পুরোভাগেই ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মূর্তির প্রতিস্থাপন করে তিনি বলেন, "আজ যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তাঁর জন্যই ভেঙেছে বিদ্যাসাগর মূর্তি।মূর্তি ভেঙেছে তাও কোনও আফসোস নেই ওদের। আগে মানবিক হও, আগে শিক্ষা সংস্কৃতি জানো। তারপর রাজনীতি করবে।" তিনি আরও বলেন, "বাংলা গুজরাট নয়। আমরা গুজরাটবাসীদের ভালবাসিঊ দাঙ্গাবাজদের ভালবাসিনা"।

তিনি এদিন হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন, "আমি বাংলাকে গুজরাট করতে দেবনা। তাতে আমায় জেলে যেতে হয় যাবো। বাংলার মাটিতে থেকে বাংলাকে অপমান করা যাবে না, আমি প্রাণ দিয়ে লড়বো।"

মমতার বক্তব্য, "গান্ধীজি গুজরাটে যে সম্মান পাননি, বাংলায় পেয়েছেন। বিদ্যাসাগর ভেঙে দিয়ে বর্ণপরিচয়কে মন থেকে ভোলানো যাবে না। আমাদের সংস্কৃতির মননে আঘাত করে বাংলাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।"

সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল উত্তর প্রদেশ সরকার, সাংবাদিক প্রশান্ত কানোজিয়াকে মুক্তির নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.): সাংবাদিককে গ্রেফতার করে যথেষ্ট বেকায়দায় পড়ল উত্তর প্রদেশ পুলিশঊ ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক প্রশান্ত কানোজিয়াকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্টঊ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সম্পর্কে 'মানহানিকর ভিডিও'-র প্রেক্ষিতে গ্রেফতার করা হয়েছিল সাংবাদিক প্রশান্ত কানোজিয়াকেঊ প্রশান্তের গ্রেফতারি 'অবৈধ' ও 'অগণতান্ত্রিক', এই অভিযোগ তুলে জরুরি ভিত্তিতে তাঁর মুক্তির আর্জি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী জাগিশা আরোরাঊ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অজয় রস্তোগির অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলাটি উঠলে উত্তর প্রদেশ সরকারকে রীতিমতো ভতর্না করে বিচারপতিরা বলেন, 'মতাদর্শ ভিন্ন হতেই পারে, তবে ওই টুইট পাবলিশ করা অথবা লেখা তাঁর (প্রশান্ত) উচিত হয়নিঊ কিন্তু, কিসের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হলঊ...নাগরিকদের স্বাধীনতার সঙ্গে কোনও সমঝোতা নয়, এটা সংবিধানে স্বীকৃত আর কোনওভাবেই তা খর্ব করা যাবে নাঊ' এরপর সর্বোচ্চ আদালত উত্তর প্রদেশ সরকারকে নির্দেশ দেয়, 'অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক সাংবাদিক প্রশান্ত কানোজিয়াকেঊ মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে মহানুভবতা দেখানঊ'

শুনানির সময় উত্তর প্রদেশ সরকার পক্ষের আইনজীবীর যুক্তি ছিল, প্রশান্তকে ছাড়া হলে তাঁর টুইটগুলিকেও মান্যতা দেওয়া হবেঊ জবাবে বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিনি মুক্তি পেলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃতি পাবে। এটা কোনও খুনের ঘটনা নয়। সওয়াল-জবাব শেষে প্রশান্তকে অবিলম্বে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। উল্লেখ্য, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ভাবমূর্তি 'কালিমালিপ্ত' করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল দিল্লির ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক প্রশান্ত কানোজিয়াকে। এই গ্রেফতার নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠে। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হচ্ছে বলে অনেকে মন্তব্য করেনঊ গ্রেফতারের নিন্দা করে এই ঘটনাকে 'আইনের কর্তৃত্ববাদী অপব্যবহার' বলে বর্ণা করে এডিটরস গিল্ড।

কীর্তিমান মহিলা একই সাথে কর্মরত ত্রিপুরা ও পঃবঙ্গের হাসপাতালে

বিশেষ প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।। একই বোধ হয় বলে একই অঙ্গে বহুরূপ। ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ এ্যান্ড ডাঃ বিআর আম্বেদকর টিচিং হাসপাতালের হসপিটাল ম্যানেজার হিসাবে কাজ করছেন শ্রীমতি বান্টি চক্রবর্তী। অথচ তিনিই আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে এসিটেন্ট সুপারিনটেনটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন। বারুইপুরের এমডি হসপিটালের সুপারিনটেনটেন্ট লিখিত ভাবে এই তথ্য জানিয়েছেন। ত্রিপুরা মেডিক্যাল এ্যান্ড নার্সিং কলেজ কর্মচারী সংঘের সাধারণ সম্পাদক কলেজ এ্যান্ড ডাঃ বিআরএএম টিচিং হসপিটালের সিইওকেএই ঘটনা জানিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানিয়েছেন। এই ঘটনায় টিএমসিতে জোর আলোড়ন দেখা দিয়েছে।

মঙ্গলবার আগরতলায় রাজভবনে প্রাক্তন রাজ্যপাল ডিওয়াই পাটিলকে সাথে নিয়ে বৃক্ষরোপন করছেন বর্তমান রাজ্যপাল প্রফেসর কপ্তান সিং সোলাঙ্কি। ছবি- নিজস্ব।

বেআইনি কাঠের মিল উদ্ধার অভিযানে বনদস্যুদের ধাওয়া খেলেন বনকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।। সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় মহকুমার চড়িলাম বন দফতরের কর্মীরা প্রমোদনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি কাঠ চেরাই মিল উদ্ধার করেছেন । তবে, সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বনদস্যুদের ধাওয়া খেয়ে পালাতে হয়েছে বন দফতরের কর্মীদের ।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মূল্যবান বনজসম্পদ ধ্বংস করে গাছের লগ ও কাঠ পাচার অব্যাহত রেখেছে বনদস্যুরা । বন দফতরের কর্মীরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে গিয়ে রীতিমতো বেসামাল। বিভিন্ন স্থানে বনদস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে বন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত ১, ক্ষতিগ্রস্ত পুলিশের ২টি গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।। ফের দুর্ঘটনায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্য আরেকটি ঘটনায় পুলিশের দুইটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

সোমবার গভীর রাতে পাথর বোঝাই একটি ট্রাক লংতরাই পাহাড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাঁদে পড়ে যায়। তাতে ওই গাড়ির সহচালক আরিফ উদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এএস১১বিসি ৮৮১৩ নম্বরের ট্রাক চুড়াইবাড়ি থেকে পাথর বোঝাই করে সোনামুড়া যাচ্ছিল। লংতরাই পাহাড়ে নিয়ন্ত্রণ হাড়িয়ে গভীর খাঁদে পড়ে যায়। গাড়ি চাকায় পিষ্ট হয়ে সহচালকের মৃত্যু হয়েছে। চালক গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাঁশ পরিবহনে কঠোর শর্ত আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।। রাজ্যে বাঁশ এক স্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যেতে কঠোর শর্ত আরোপ করেছে বন দপ্তর। প্রস্তাবিত ফরমেটে আবেদন এবং অনুমতি ক্রমে বাঁশ একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা ফরেস্ট ট্রানজিট রুলস্ সংশোধন করা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই বাঁশ পরিবহনে কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিতে উৎপাদিত বাঁশ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যেতে ফর্ম এফ-১ এর মাধ্যমে বিট আফিসারের কাছে আবেদনক্রমে অনুমতি নিতে হবে বাঁশ মালিকদের। এই অনুমোদন ব্যতিত বাঁশ পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

এদিকে, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয় এমন জমিতে উৎপাদিত বাঁশ অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিট অফিসার অথবা জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজম্যান্ট কমিটির কাছে ফর্ম এফ-২ এর মাধ্যমে নির্ধারিত শুল্ক প্রদান করে অনুমতি নিতে হবে। এক্ষেত্রেও এই শর্ত পালন না করে বাঁশ পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

এছাড়া, বাঁশ রাজ্যের বাইরে রপ্তানির ক্ষেত্রে সাব ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসারের কাছে ফর্ম এফ-৩ এর মাধ্যমে অনুমতি নিতে হবে। সাব ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার জাতীয় পারমিট প্রদান করলেই বাঁশ রপ্তানি করা যাবে। এক্ষেত্রেও এই অনুমতি না নিয়ে বাঁশ পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

তবে, বাঁশজাত সামগ্রী পরিবহনে কোনও বিধি নিষেধ জারি করা হয়নি। বিক্রয়কর প্রদান করে ওই ধরনের সামগ্রী পরিবহনে ছাড় দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে বাঁশ বাঁকা পথে বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হচ্ছে। অনেক সময় রাজ্যের বাইরেও কোনও অনুমোদন ছাড়াই বাঁশ পাঠিয়ে দিচ্ছেন উৎপাদনকারীরা। এই বেআইনি কার্যকলাপে রাশ টানতেই আইন সংশোধন করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগে জিবিতে লঙ্কাকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে চিকিৎসার গাফিলতিতে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কান্ড বেঁধেছে। রোগীর পরিবারের সদস্যরা উত্তেজিত হয়ে হাসপাতালে ভাঙচুর চালিয়েছে বলে অভিযোগ। তবে, হাসপাতালে পুলিশ থাকায় পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারেনি।

জানা গেছে, মৃতের নাম রাজু বিশ্বাস। বাড়ি এয়ারপোর্ট সংলগ্ন এলাকায়। পারিবারিক কলহের জেরে রাজু বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি নিজ বাড়িতেই বিষ পান করেছিল। তাকে গত ৯ জুন জিবি হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। চিকিৎসকদের গাফিলতিতে তার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি পেশায় রড মিস্ত্রী বলে জানা গেছে।

৩০ লক্ষাধীক টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে যৌথবাহিনী, গ্রেফতার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।। বিএসএফ এবং ত্রিপুরা পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রচুর পরিমাণের নেশাদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। এর সঙ্গে পালানোর সময় বাহিনীর হাতে আটক হয়েছে অভিযুক্ত রমিজ মিঞা (২৫)। নেশা মসামগ্রী-সহ রমিজ পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

বিএসএফ সূত্রের খবরে প্রকাশ, গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ মঙ্গলবার সিপাহিজলা জেলার অন্তর্গত সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগরের দক্ষিণপাড়া গ্রামের বাসিন্দা রমিজ মিঞার বাড়িতে অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। বিএসএফ-এর ৭৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের বক্সনগর বিওপি-র জওয়ান এবং স্থানীয় কলমচৌড়া থানার পুলিশ যৌথ ভাবে অভিযান চালিয়েছিল। রমিজের বাড়িতে অভিযানের সময় তার একটি ঘরের মেঝের মাটি খুঁড়ে ছয়টি শুকনো গাঁজার ড্রাম উদ্ধার হয়। ঘরের মেঝের নীচে বেসমেন্ট তৈরি করে তাতে গাঁজার ড্রামগুলি লুকিয়ে উপরে প্লাস্টার করে নিয়েছিল রমিজ। ওই অভিযানের সময় তার ঘর থেকে ১,১৭১টি নেশার ট্যাবলেট

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনজিটি-র নির্দেশ পালনে কড়া বার্তা, পুর নিগমের সমস্ত ওয়ার্ডে বর্জ্য সংগ্রহ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।। রাজ্য সরকারের কড়া নির্দেশে নড়েচড়ে বসেছে আগরতলা পুরনিগম। মঙ্গলবার থেকে শুরু হল বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহের বিশেষ উদ্যোগ। মূলত, ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এনজিটি)-এর আদেশ পালনেই এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে।

পুরনিগমের মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে ৬টি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এখন সমস্ত ওয়ার্ডে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে। আজ আগরতলা পুরনিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পুর নিগমের কমিশনার ড় শৈলেশকুমার যাদব ওই ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহের সূচনা করেছেন। এই ওয়ার্ডে পুরুষ স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী সমস্ত ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বর্জ্য সংগ্রহ করবেন। ড় যাদব জানিয়েয়েছেন, বাকি ওয়ার্ডগুলিতে মহিলারা এই কাজের দায়িত্বে রয়েছেন।

ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুযায়ী ৩১ মার্চের মধ্যে আগরতলায় বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। শুধু তাই নয়, পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য আলাদাভাবে সংগ্রহেরও নির্দেশ দিয়েছিল ট্রাইব্যুনাল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুধু ৬টি ওয়ার্ডে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ফলে, ত্রিপুরা সরকার ট্রাইব্যুনালের কাছে অতিরিক্ত সময় চেয়ে আবেদন জানায়। নির্দেশ মেনেই ৩০ জুনের মধ্যে আগরতলায় সমস্ত বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করা হবে, মুচলেকা দেওয়ায় ট্রাইব্যুনাল অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর করে। সেই মোতাবেক ত্রিপুরা সরকার আগরতলা পুরনিগমকে অন্তিম সময়সীমা বেঁধে দেয়। অবশ্য তার আগেই রাজ্যের নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে সারা রাজ্যে বিভিন্ন শহরে এ-বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

আজ পুরনিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে পুরুষ স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহের সূচনা করে পুর কমিশনার ড় যাদব বলেন, আগরতলা শহরকে জঞ্জালমুক্ত রাখতে এই উদ্যোগ খুব গুরুত্ত্বপূর্ণ। তাঁর পরামর্শ, প্রতিদিন সকাল ৬টায় মানুষের বাড়ি পৌঁছে যেতে হবে। কেউ আবর্জনা দিতে না চাইলে তাঁদের বোঝাতে হবে এবং অবশ্যই বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে। তাঁর কথায়, প্রতি মাসে বর্জ্য সংগ্রহের বিনিময়ে প্রত্যেক বাড়ি থেকে ৫০ টাকা আদায় করতে হবে। এমনও হতে পারে, ওই টাকা দিতে রাজি নন, তাই কেউ কেউ আবর্জনা দিতে আপত্তি করতে পারেন। তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে, বিনামূল্যেই আবর্জনা সংগ্রহে আমরা প্রস্তুত।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৩৯ ▫ ১২ জুন ২০১৯ ইং ▫ ২৭জ্যৈষ্ঠ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

গ্রীণ ট্রাইব্যুনালের দাবড়ানি

গ্রীণ ট্রাইব্যুনালের দাবড়ানি খাইয়া আগরতলা পুর নিগম রাজধানী শহর আগরতলার বর্জ্য সংগ্রহে জোর তৎপরতা দেখাইতেছে। রাজ্য সরকার পুর নিগমকে কড়া হুমকি দিয়া জানাইয়াছে যে, যদি গ্রীণ ট্রাইব্যুনালের নির্দেশিকা মতো বর্জ্য সংগ্রহ করা না হয় তাহা হইলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। গ্রীণ ট্রাইব্যুনাল কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের অধীন একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন স্বশাসিত সংস্থা। দেশের পরিবেশ বিষয়ে এই সংস্থা কাজ করে। আগরতলা শহরে নির্দেশিকা মতো বর্জ্য সংগ্রহ না করায় গ্রীণ ট্রাইব্যুনাল কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে। শহরের প্রতিটি বাড়ী হইতে পৃথক ভাবে পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া ৩০শে জুনের মধ্যে শুরু হইবে মুচলেকা দিয়া এই যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে রাজ্য সরকার। গ্রীণ ট্রাইব্যুনালের রোষের মুখে পড়িয়া রাজ্য সরকার এক হাত নিয়াছে পুর নিগমকে। রাজ্য সরকার কড়া অবস্থান নিয়া জানাইয়াছে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ সুনিশ্চিত না করিলে নিগমের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিবে রাজ্য সরকার। কথায় আছে, ঠ্যালার নাম বাবাজি। যেমন হুমকি তেমন কাজ। ন্যাশনাল গ্রীণ ট্রইব্যুনাল নির্দেশে বলিয়াছিল ৩১শে মার্চের মধ্যে বাড়ী বাড়ী পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ সুনিশ্চিত করিতে হইবে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য সরকার পুর নিগমকে দায়িত্ব দিয়াছিল। কারণ এই আদেশ পালন করার এক্তিয়ার পুর নিগমের। রাজ্য সরকারের আবেদনের ভিত্তিতেই ৩০শে জুনের মধ্যে প্রক্রিয়া রূপায়ন সুনিশ্চিত করিতে সম্মত হইয়াছে। গ্রীণ ট্রাইব্যুনাল আগরতলায় সমস্ত বাজার এবং হোটেলের বর্জ্য সংগ্রহের জন্য পুর নিগমকে রাজ্য সরকার চিঠি দিয়াছে।

আগরতলা শহরের পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে গ্রীণ ট্রাইব্যুনাল সত্যিই কি আন্তরিক? এই শহর তো দিনে দিনেই অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির দিকে যাইতেছে। শহরের ঘন জনবসতি এলাকায় মিষ্টির দোকানের কারখানা, বিস্কুটের ফ্যাক্টরী পরিবেশকে দিনে দিনেই বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। দূর্গন্ধে পথ চলা দায়, কালো ধুয়ায় পরিবেশের স্বচ্ছতা আর অবশিষ্ট থাকিতেছে না। এই দূষণের কারণে শহরবাসী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। শহরের পুকুর, জলাশয়ের মাটি ভরাট করা হইতেছে। রাজন্য আমলের জলাশয় এখন আবর্জনার স্তুপে পরিণত হইয়াছে। সস্তা জনপ্রিয়তা ও রাজনীতির যুপকাষ্ঠে এই শহর আগরতলায় দূষণ মাত্রা ছাড়াইতেছে। পুর এলাকার নালা নর্দমাগুলি তো মশার বংশ বিস্তারের উর্বর স্থল। শহর আগরতলা ক্রমেই ঘিঞ্জি হইয়া উঠিয়াছে। আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাজারগুলিতেও দূর্গন্ধে ভরিয়া থাকে। গ্রীণ ট্রাইব্যুনাল কি এই দূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে উৎসাহী? পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ নিয়া এত কঠোর নির্দেশ অথচ বিভিন্ন ভাবে দূষণের কবলে পড়িলে সেখানে গ্রীণ ট্রাইব্যুনাল সোচ্চার হইবে না?

বেশ কয়েক বছর আগে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহের উদ্যোগ শুরু হইয়াছিল। পুর নিগম হইতে দুই রঙের ড্রাম প্রত্যেক বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়াছিল। ঘটা করিয়া তাহার উদ্বোধনও হইয়াছিল। কিন্তু সেই প্রকল্পও মুখ থুবরাইয়া পড়িয়াছিল। আসলে, আগরতলা পুর নিগমও চলে গদাই লস্করী চালে। নিগমে এই প্রকল্প রূপায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি অকর্মণ্য হইলে এমনই হয়। পুর নিগমে বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন। বামেরা সংকীর্ণতার বেড়াজালে অতিমাত্রায় আবদ্ধ থাকে। প্রতিটি কাজেই রাজনীতিই প্রাধান্য পায়। আগরতলা প্রভুবাড়ী এলাকার রাজন্য আমলের দুই দুইটি পুকুর আবর্জনার স্তুপে হারাইয়া গিয়া দূষণ ছড়াইতেছে। এই পুকুর দুইটিকে সংস্কার করিয়া পার্ক করিবার জন্য অর্থ মঞ্জুর হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছিল। কিন্তু সবই ফাঁকা। কারণ রাজনীতি। ভোটের রাজনীতি। পুকুরের চারিদিকে বেআইনী দখল হইয়া আছে। পুর নিগমের নীরব প্রশ্রয়ে সরকারী জমি জবরদখল হইয়াছে। তাহারাই পুর নিগমের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া পার্ক গড়িবার মহতি উদ্যোগকে বলি দিয়াছে। গ্রীণ ট্রাইব্যুনাল এই ভয়ানক দূষণ সম্পর্কে কি কোনও কঠোর নির্দেশ জারী করিতে পারে না?

রাজধানী শহর আগরতলায় স্মার্ট সিটির অধীনে উন্নয়নের কাজ চলিতেছে। এইভাবে মাত্রাতিরিক্ত দূষণ হইতে শহরকে যদি মুক্ত করা না যায় তাহা হইলে স্মার্ট সিটি তকমা দেওয়া যাইতে পারে? এক সময় শহর আগরতলাকে নিয়া অনেক স্বপ্ন দেখা হইত। তিল তিল করিয়া তিলোত্তমার স্বপ্ন। সবই যেন ধুলায় লুটাইতেছে। বর্ষার সময় যে শহর জলে ভাসে। জনজীবনে দূর্গতির সীমা পরিসীমা থাকে না সেই শহর স্মার্ট সিটি হইবে কিভাবে? উচ্চ পরিকল্পনার অভাবে জল সমস্যা নিরসনে রাজ্য সরকারের কোটি কোটি টাকা জলে যাইতেছে। গ্রীণ ট্রাইব্যুনাল এই জল দূষণের খবর কি জানে না? এই শহর আগরতলার রাজপথ দখল করিয়া আবার হকাররাজ কায়েম হইয়াছে। এমনিতেই শহরে দিনে দিনে যানজট বাড়িতেছে। ট্রাফিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সেখানেও তো দূষণ? গ্রীণ ট্রাইব্যুনালকে স্বাগত। কিন্তু শুধু পচন অপচনই বড় কথা নয়। বড় কথা সর্বব্যাপী দূষণ হইতে রাজ্যকে রক্ষা করা।

থার্ড পার্টি বিমার হার বৃদ্ধি প্রতিবাদে আন্দোলনে পরিবহণের মালিকরা

কলকাতা, ১১ জুন (হি. স.): থার্ড পার্টি বিমার হার বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামছেন পরিবহণের মালিকরা। আগামী ১৬ জুন থেকে লাগু হবে এই সিদ্ধান্ত।

কেন্দ্রীয় সংস্থা ইনস্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার এই বিমার হারে ক্ষোভে ফুঁসছেন বেসরকারি পরিবহণের মালিকরা। জয়েন্ট কাউন্সিল অব বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "প্রতিবাদে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাস্তায় মেনে আন্দোলনের পাশাপাশি সংস্থার দফতরে প্রতিবাদপত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। আজ চিঠি দিচ্ছি কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রীকেঊ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হস্তক্ষেপ চেয়েছিঊ"

তপনবাবু জানান, "বৃহস্পতিবার ক্যামাক স্ট্রিটে ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স-এর দফতরে আমরা একটা স্মারকলিপি দেবঊ ২০ জুন কলকাতার একটা সভাগৃহে বসে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে কথা হবে"ঊ দরকারে রাস্তায় নেমে আন্দোলন হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অতি সম্প্রতি এক প্রস্থ বাস-ট্রাক মালিকদের একাধিক সংগঠন যৌথভাবে বৈঠকে বসেছেন। আবার এক প্রস্থ বসতে চলেছেন।

পরিবহণের জ্বালানিকে জিএসটির আওতায় আনার দাবিও তুলছেন মালিকরা। বেসরকারি পরিবহণের মালিকরা এমনিতেই নানা সমস্যায় জর্জরিত। তার উপর থার্ড পার্টি বিমার হারবৃদ্ধির সিদ্ধান্তে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়বে। এর আগে যখন বিমার হার বাড়ানো হয়েছিল, সেই সময় আদালতে মামলা করা হয়েছিল। সেই মামলা এখনও চলছে। তার মধ্যে কীভাবে ফের বিমার হার বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়? এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হবে।

ফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুভাষচন্দ্র বোস বলেন, থার্ড পার্টি বিমার হার বাড়ানো হল। যে অবস্থায় যাচ্ছে, তাতে প্রবল সমস্যায় পড়তে হবে। এমনিতেই পুলিশি জুলুম, ওভারলোডিং বন্ধ হয়নি। তার উপর বিমার হার বাড়ানো হল। সার্বিক বিষয়গুলি নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। তা ছাড়া আর উপায় নেই।

ইন্টার অ্যান্ড ইন্ট্রা রিজিয়ন বাস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পল্লব মজুমদার বলেন, বিষয়টি পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের। তাই কেন্দ্রের কাছে আমরা আমাদের দাবি জানাব। দরকারে আন্দোলন হতে পারে। আগামী দিনের কর্মসূচি ঠিক করতেই ফের বৈঠক হবে।

অল বেঙ্গল বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরা কেন্দ্রীয় অর্থ এবং সড়ক পরিবহণ মন্ত্রককে চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ জানাব। রাজ্যেরও হস্তক্ষেপ চাইব।

'সবকা বিকাশ' অর্জনে এগুচ্ছেন মোদি

অপূর্ব দাস

অযথা সময় নষ্ট না করে শপথ নেওয়ার পরদিন থেকেই 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস' অর্জনকে সামনে রেখে তিনি এগোতে চান তার প্রমাণও মিলেছে দিল্লির সাউথ ব্লক ও নর্থ ব্লকের তৎপরতায়। ২০১৪-তে মোদির সামনে তুলনায় চ্যালেঞ্জ ছিল অনেক কম। মোদি দ্বিতীয়বার দিল্লির মসনদে বসেছেন মাথায় গোলাপের মুকুট নয়, এক ঝুঁড়ি সমস্যার বোঝা নিয়ে। তাঁর সমুখপথ আদৌ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, তাঁকে জনকল্যাণমূলক কাজগুলোর দ্রুত রূপায়ণ করতে হবে তা তিনি হাড়ে হাড়ে জানেন। ট্রাপিজের খেলা দেখানোর মতো সন্তর্পণে দড়ির উপর হাঁটতে হবে। তাঁর হাতে জাদুদণ্ড নেই, দেশবাসীর বিশ্বাস তিনিই মুশকিল আসানে সক্ষম।

দ্বিতীয় ইনিংসে দেশের সার্বিক হাল ফেরাতে কর্মসংস্থান, কৃষি, অর্থনীতি, সামাজিক সম্প্রীতি ও কাশ্মীর সহ পাঁচ ছয়টি প্রধান সমস্যার পথ না খুঁজলে দেশের মানুষ অগাধ ভরসা রেখে যে কর্মবীর মোদিকে দেখে ঢেলে ভোট দিয়েছেন সেই বিশ্বাসে চিড় ধরবে। সে দিকে লক্ষ রেখেই তিনি ১০০ দিনের টার্গেট রেখে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গোটা মন্ত্রিসভাকে এবং আমলাদের সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

সংস্কারের পথে দ্রুত চলতে হলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিজেপির এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার ছিল। সেই লক্ষে দলের অভিমুখ হয়ে মোদি এবারের প্রচারে কোনও ফাঁক রাখেননি। কারণ তিনি জানতেন যে মানুষ বিমুখ হলে তাঁকে রাজনৈতিক জগৎ থেকে বানপ্রস্থে যেতে হত। আজ যাঁরা তাঁকে মাথায় নিয়ে নাচানাচি করছেন হেরে গেলে তখন তাঁরাই চিনতে পারতেন না। ভোটের কষ্টিপাথরে প্রমাণিত হয়েছে তাঁর কৌশলী অস্ত্রগুলো ছিল। লক্ষ্যভেদী। মানুষের মনে নোটবন্দির দুর্ভোগ, কৃষি সমস্যা, বেকারি কোনও কিছুই রেখাপাত করেনি। টয়লেট, স্বচ্ছতা, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, গ্যাস সংযোগ, গৃহনির্মাণ ও কৃষকদের সাহায্য, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে পাকিস্তানকে শিক্ষা দেওয়া, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সাফল্যগুলো বেশি দাগ

কেটেছে। তিনি যে বিভিন্ন জাত ও ধর্ম নির্বিশেষে এককাট্টা করে ভোটে জয়ী হয়েছেন সে কথার প্রমাণও মিলেছে।

তবে কোথাও কোথাও মুসলিম ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে পারেননি। তাই জয়ের পরই 'সবকা বিকাশ' স্লোগান দিয়েছেন। মুসলিমদের মন জয় করতে ঈদের দিন কেন্দ্র ঘোষণা করছে ৫ বছরে ৫ কোটি মুসলমান ছাত্রছাত্রীকে ভাতা দেওয়া হবে। প্রথম দলীয় সাংসদদের মুখোমুখি হয়ে মোদি বলতে বাধ্য হন, 'সবকা বিশ্বাস' অর্জন করতে হবে। অনেক ভাল কাজ করেও একটা বেফাঁস কথা সবকিছুতে জল ঢেলে দিতে পারে। লালকৃষ্ণ আদবানির উক্তি মোদি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'ছাপ্পাস ঔর দিখাস' (সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য ও মুখ দেখানো) থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

মোদির ঘাড়ের ওপর কৃষি সমস্যা নিশ্বাস ফেলছে। এই ক্ষেত্রটি আশু সমাধান দাবি করে। দেশে কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত প্রায় ৫৭ শতাংশ মানুষ। ২৬ কোটি মানুষ সরাসরি নির্ভরশীল। কৃষিপণ্যের সঠিক দাম না পাওয়ায় আত্মহত্যার ঘটনা, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কৃষকদের কাছে না পৌঁছনো সহ বিভিন্ন সমস্যায় বিপন্ন কৃষিক্ষেত্র। মোদির কাছে চ্যালেঞ্জ কৃষিকে চাঙা করতে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনাগ্রহণ। সমস্যা সমাধানে ২০২২-এর মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ প্রকল্পের সুবিধা যাতে সব কৃষক পরিবারের কাছে পৌঁছয় তার দায়িত্ব নেবে ব্যাঙ্ক। মোদির সামনে আরেক জ্বলন্ত সমস্যা হল বেকারি। নোটবন্দি ও জিএসটির ধাক্কায় ১.১ কোটি মানুষ কর্মহীন হয়েছেন, বলে সেন্টার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়ান ইকনমির সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে। সদ্য প্রকাশিত সরকারি হিসাবে অনুযায়ী বেকারত্বের হার ৬.১ শতাংশ। ৪৫ বছরের মধ্যে রেকর্ড। শহর এলাকায় ৭.৮ শতাংশ, গ্রামঞ্চলে ৫.৩ শতাংশ। অবিলম্বে অন্তত ২০ শতাংশ না কমালে বিপদ। অন্য একটি সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী বছরে ১.২ কোটি যুবক-যুবতী চাকরি বাজারে আসছেন। তার মধ্যে ৪৭.৫ লক্ষ নানা ধরনের কাজো যোগ দিলেও বাকিরা পুরো বেকার অথবা ছদ্মবেকার হয়ে থেকে যাচ্ছেন।

অপর চ্যালেঞ্জ হল অর্থনীতি। মোদির ভাগ্য প্রসন্ন যে ভোটের সময় মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল তলানিতে। এখন ৩.২ শতাংশ। কিন্তু আশঙ্কা ঘনিয়ে উঠেছে অন্যত্র। উৎপাদন বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগভাবে নিম্নগামী। জিডিপি বৃদ্ধির হার এখন উদ্বেগজনকভাবে কমার দিকে। ২০০৪-০৫-এ ছিল ২১ শতাংশ। গত ১৫ বছরে ক্রমান্বয়ে ১৬ শতাংশ কমেছে। গত সপ্তাহ সরকারি প্রকাশিত নথিতে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, ত্রৈমাসিকে জিডিপির হার ৫.৮ শতাংশ। গাড়ি বিক্রি হ্রাস পেয়েছে। ট্রাক্টর, স্কুটার, বাইক বিক্রিও কমে গেছে। সামগ্রিকভাবে বাজারে চাহিদা কমে যাচ্ছে। বিদেশ থেকে আমদানিও কমছে। অনাদীয়ী ঋণের বহর বেড়ে চলেছে ব্যাঙ্ক। দু'বছরে সরকার ২ লক্ষ কোটি ব্যাঙ্কে ঢেলে সামাল দিতে চেষ্টা করেছে কিন্তু অর্থনীতির হাল ফেরেনি। এখন ৮ লক্ষ কোটি ঋণ অনাদীয়ী। এখন তো বণিকসভাগুলো কর কমানোর বায়না তুলেছে। রফতানি বাড়াতে সরকারি সুবিধা চায় তারা। কর কমালে রাজস্ব ঘাটতি হলে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প মার খাবে। পড়তে হবে শাঁখের করাতের মুখে। মোদি জানেন, দ্বিতীয় দফায় তাঁকে বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। ভোটের আগে এপ্রিল বিজেপির ইস্তাহারে ভিশন ডকুমেন্ট প্রকাশ করেছিল। সেখানে জাতীয় নিরাপত্তা, কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কল্যাণ ও পশুপালনের ক্ষেত্রে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। শপথ নেওয়ার পরদিনই মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রঙণ করেছে। ১৮.৫ কোটি কৃষককে সম্মাননিধি প্রকল্পের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হবে। ৬ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এর জন্য ব্যয় হবে ৮৭ হাজার কোটি। অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী ছাড়াও ৫ কোটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে পেনশন প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। পশুপালন ক্ষেত্রে বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য ৬০ ও ৪০ শতাংশ সহায়তা দেয়। এখন থেকে কেন্দ্র পুরোটাই কল্যাণমূলক প্রকল্পে ছেলেমেয়েদের বৃত্তির হার বাড়ানো হয়েছে। খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পে ৮০ কোটি মানুষকে চাল-গমের সঙ্গে পরিবার পিছু ১৩ টাকা দরে এক কেজি চিনি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২৪ এর মধ্যে সব বাড়িতে নলবাহিত পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার লক্ষ্যে' নল সে জল' প্রকল্প রূপায়িত হবে। ২০২২-এর মধ্যে সকলের জন্য পাকাবাড়ি নির্মাণের কাজে গতি বাড়ানো হবে। ২০১৪-তে এই প্রকল্প শুরু হলেও এখন ও অবধি ৫৪ শতাংশ সফল হয়েছে। জয়ের পর মোদি ঘোষিত নীতি 'গরিব ও গরিবের উপকারী। এই দুই জাতি থাকবে। সময়ই এর জবাব দেবে।

জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে আগের মতো তড়িঘড়ি কোন ও পদক্ষেপ মোদি নেবেন বলে মনে হয় না। গণতান্ত্রিক পথে ধীরেসুস্থে এগোবেন মোদি। দলের সভাপতি অমিত শাহকে স্বপদে বহাল রেখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন এই লক্ষ্যেই। পাকামাথার জয়শঙ্করকে বিদেশমন্ত্রী করে ঘুঁটি সাজিয়েছেন। বাজিমাত করার লক্ষ্যেই তাঁর জয়যাত্রা। মোদি কতটা সফল হবেন ভবিষ্যতে জবাব মিলবে। তার দিকে কড়া নজর রাখছে আপাত ম্রিয়মান বিরোধী শিবিরও। আজনতাও এক বুক আশা নিয়ে অপেক্ষমান।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

কুম্ভ মেলায় দৈব শক্তির উপর ভরসা

বনওয়ারি

ত্রিবেণীর সবস্বতী আজ লুপ্ত। কিন্তু লুপ্ত হয়ে সে স্বর্গালোকে ফিরে যায়নি। বরং পুণ্যার্থীদের জন্য আস্থায় রূপান্তরিত। কুম্ভমেলায় সরস্বতীর এই মন্দ এবং ক্ষীণ ধারাকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। গোটা দেশের অগণিত মানুষের একটি নিরন্তর প্রবাহ এখন প্রয়াগের দিকে ধাবিত। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, দ্বারকা থেকে পুরী অবধি প্রায় সকল ধারাই মিলেছে এই কুম্ভ-প্রবাহে। দেশে প্রয়াগ-কুম্ভমেলার মতো এমন তীর্থ তথা উৎসব বোধহয় খুব কমই আছে যেখানে সবার মধ্যে এতটা সমন্বয়, একতা ও সংহতির ছবি সহজেই চোখে পড়ে। এতু বপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর উপস্থিতি প্রমাণ করে যে ভারতবাসীর মনে সংস্কৃতি আর আধ্যাত্মিকতার শিকড় এখনও কত গভীরে প্রোথিত, কতটা প্রবল তার আবেদন। আর কি অন্য কোথাও বা অন্য কোনও কারণে কুড়ি লক্ষ মানুষকে দেড় মাস ধরে এতটা সুসৃঙ্খল ভাবে অবস্থান করতে দেখা যায়।

পুণ্যার্থীদের মধ্যে অনেকে শাধু সন্ত যেমন থাকেন, তেমনই সাধারণ সংসারী মানুষের সখ্যাও কম নয়। তবে কুম্ভমেলায় আগত সন্ন্যাসীদের দেখলে বোঝা যায়, সমগ্র দেশে তাঁদের সাংগঠনিক বিস্তৃতি কত ব্যাপক, এমন হয়ত আমাদের দেশের সরকারের নেই। বন সংখ্যায় তাঁরা আসেন মধ্য, উত্তর ও পশ্চিম ভারত থেকে। আসনে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাও। পূর্বভারতের সন্ন্যাসীদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

এই সাধু সন্ন্যাসীদের আবার বহু সম্প্রদায়, যা আমাদের সংস্কৃতিরই অঙ্গ। সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আগে কখনও কখনও ছোটখাটো বিরোধের পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে তা ক্ষীণ। তবে সাধু সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এরকম বিভাজন স্বভাবতই প্রভাব ফেলেছে তাঁদের সংঘটন ও সঙ্ঘগুলির স্বরূপ আর উদ্দেশ্যের ওপর। সবচেয়ে বড় বিষয় হল সমাজ পরিচালনা আর তার নৈতিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে সাধু সন্ন্যাসীদের আজ যেন কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। আজও সমাজকে প্রভাবিত করার শক্তি তাঁদের থাকলেও সমাজের সঙ্গে আগের মতো সম্পর্কটা তাঁদের নেই। এখন এরকম মনে হয় না যে, সাধু সন্ন্যাসীরা সমাজ বা জাতির জন্য চিন্তা করেন বা সমাজ চিন্তা করে সাধু সন্ন্যাসীদের পারস্পরিক সম্পর্কের কেমন যেন নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ কাজ করছে। একন সন্ন্যাসীরা কোনও বড় সম্প্রদায়ের শাখায় সঙ্কুচিত হয়ে স্থানীয় কোনও মহন্তের অনুগামী হয়ে গেছেন। ওই সম্প্রদায়ে আগত ব্যক্তিরা কেবল ওই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেই জানবেন। হতে পারে ওই সম্প্রদায়ের ভেতর সাধু আর গৃহস্থ একে ও অপরের সঙ্গে মিথিস্ক্রিয়র দ্বারা একে অপরকে প্রভাবিত করেন। কিন্তু ওঁদের এই সম্পর্কে ওঁদের বৃহত্তর ধর্ম-সমাজের জন্য আরও বড় কোনও কর্মযজ্ঞের অনুপ্রেরণারূপে কাজ করে না।

তবুও এটা দেখে বেশ সুখমিশ্রিত গর্ব হয় যে কুম্ভমেলায় আগত এক চতুর্থাংশ লোক কোনও না কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত। আমাদের সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে গৃহস্থের সম্পর্ক অতটা দুর্বল নয় যতটা শিল্পনগরীগুলোতে দেখা যায়। এই সব সম্প্রদায়গুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা যে কোনও সরকারি ব্যবস্থার থেকেও উত্তম। সবাইকে এখানে ভাণ্ডারার মাধ্যমে ভোজন করানো হয় আর এখানে আহার গ্রহণকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা নির্ধারিত থাকে না। বহু সম্প্রদায় তো সংকল্প করেই আসে যে, কুম্ভমেলায় দশ হাজার হোক বা দশ লাখ তারা সবাইকে ভোজন করাবে।

কুম্ভে আগত লোকদের কোনও স্বার্থ থাকে না। তিন ভাগের এক ভাগ লোক তো কুম্ভে এসে সঙ্গমে ডুব দিয়েই চলে যান। তীর্থযাত্রী মানে তো তীর্থবাস এবং মাঘের রাত্রে খোলা আকাশের চীনে পাতা-লতার ওপর শোওয়া, তাতে যত কষ্টই হোক না কেন। তাই এখানে এসেই সঙ্গে সঙ্গে ফেরত যাওয়ার ইচ্ছে তেমন কারোর থাকে না। অন্তত দু'একদিন থাকেনই। বহু পুণ্যার্থী আছেন যাঁরা ওখানে গিয়ে তিনদিন থাকেন, আশপাশের তীর্থগুলোতেও যান।

এত বিশাল সংখ্যক দেশবাসী এত দীর্ঘ যাত্রায় যে বেরিয়ে পড়েন, তা থেকে কী সিদ্ধান্তে আসা যায়? এটা কি স্পষ্ট হয় না, যে এই সমস্ত লোকজনের মনের কতটা গবীরে ভারতীয় সংস্কৃতি নিহিত রয়েছে। তীর্থযাত্রার জন্য এতটা নিশ্চিত ভাবে সেই সমস্ত জাতিই বেরোতে পারে যাদের জীবনের সুখ সমৃদ্ধি আছে, যেখানে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চাপানউতোর মানুষকে বিব্রত করে না, যেখানে তাদের এটা মনে হয় না যে, চিবাচরিত জীবন থেকে এক পা বার করলেই কোনও সঙ্কট ঘনিয়ে আসবে।

দেশবাসীর এরকম নিশ্চিত

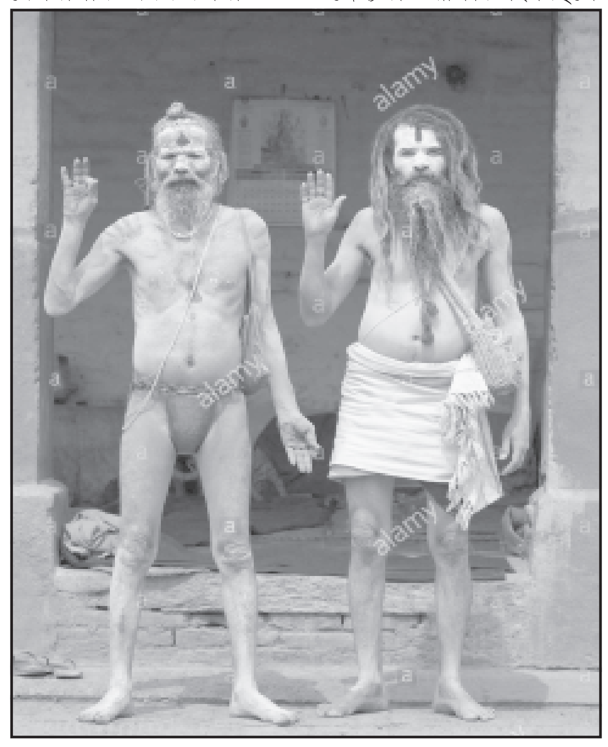

থাকাটা এটাই প্রমাণ করে যে তারা মুক্ত। যদি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় মুক্তির স্বীকৃতি না থাকতে, তাহলে তাদের পক্ষে এরকম ভাবে এত সহজে ঘর থেকে বেরোনো, একই জায়গায় এত সহজভাবে একত্রিত হওয়া সম্ভব হত না। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী এই সঙ্গমস্থলে কোনও জাতির বিশেষাধিকার নেইষ নেই কোনও রাজনৈতিক দলেরও। এখানে কেবল একটাই নিয়ম-সাধু-সন্ন্যাসীরা আগে স্নান করবেন, বাকিরা পরে। বর্তমানে যদিও ব্যবস্থার নামে বিশেষ কিছু ব্যক্তিকে বিশোষাদিকার দেওয়া হয়।

এলাহাবাদে আগত পুণ্যার্থীদের উদ্দেশ্য কী? খালি কি সহগমস্থলে ডুব দিয়ে পাপমুক্ত হওয়া? নাকি পরলোকের জন্য পুণ্য সঞ্চয়? কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্তি এত সহজ নয়। কুম্ভে লোকজন এই ভেবেই যায় যে, সে তার জীবনের একটা কর্তব্য করতে যাচ্ছে।

কুম্ভমেলায় আসা মানে একটা দৈব শক্তির ওপর ভরসা করা। এখানে দৈবসত্তাও প্রকৃতিকসত্তা আলাদা নয়। কুম্ভে লোকেরা কেবল ধার্মিক কর্মকাণ্ডের জন্য নয়, আসে মূলত নিজের অন্তরের দৈবসত্তাকে জাগরিত করতে, আপন বিবেক দৃষ্টিকে পূর্ণতা দিতে। তার ওফর ভিত্তি করে একটা উন্নততর সমাজ গঠনের শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে তারা সেখান থেকে ফিরে যায়।

কিন্তু এই শক্তিসামর্থ্য আজ আর কোনও কাজে লাগে না, যদিও সেটা কুম্ভমেলার খামতি নয়। যদি বর্তমান সমাজ সুসংগঠিত হয় তাহলে সমাজের সুব্যবস্থা কুম্ভতেও পরিলক্ষিত হবে। এই বব্যস্থা লোকের প্রতিভা ও কলা কৌশলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েবে। কুম্ভ মেলার মতো উৎসব আমাদের সভ্যতার বাহক হতে পারে। কিন্তু সমাজ যদি ভেতর থেকেই খণ্ডবিকণ্ড হয়, তার জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের যদি কোনও সম্পর্খ না থাকে একটা নৈতিক ব্যবস্থায় দৃঢ়তাপূর্বক আস্থা বজায় রাখার প্রেরণা দেয়। আজ কুম্ভ কেবল এতটুকুই ভূমিকা পালন করছে, যদিও আজকের হিসাবে সেটা কম কিছু নয়।

(সৌজন্যে- নবোত্থান)

রাজধানীর বহু এলাকা এভাবেই আবর্জনার নরকগুলজারে পরিণত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

বোকার মতো আচরণ করছেন যোগী, সাংবাদিক গ্রেফতারি প্রেক্ষিতে খোঁচা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.): ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক প্রশান্ত কানোজিয়ার গ্রেফতারি নিয়ে সরব হলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীঊ সাংবাদিককে গ্রেফতার করার প্রেক্ষিতে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে 'বোকা' বলেও বর্ণনা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীঊ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ভাবমূর্তি 'কালিমালিপ্ত' করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল দিল্লির ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক প্রশান্ত কানোজিয়াকেঊ এই গ্রেফতার নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠেঊ মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হচ্ছে বলে অনেকে মন্তব্য করেনঊ গ্রেফতারের নিন্দা করে এই ঘটনাকে 'আইনের কর্তৃত্ববাদী অপব্যবহার' বলে বর্ণা করে এডিটরস গিল্ডঊ ঘটনাচক্রে এদিনই উত্তর প্রদেশ সরকারকে তীব্র ভতর্না করে প্রশান্তকে অবিলম্বে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

তার আগে মঙ্গলবার মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে খোঁচা দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বোকার মতো আচরণ করছেন এবং গ্রেফতারি হওয়া সাংবাদিকদের মুক্তি দেওয়া উচিত।'

বিস্তারিতভাবে রাহুল টুইটারে লিখেছেন, 'বিজেপি-আরএসএস-এর মদতে যত সাংবাদিক তাঁর সম্পর্কে ভুয়ো পোস্ট করেছেন, তাঁদের সবাইকে তিনি জেলে পুরলে দেশের সংবাদ মাধ্যমে কর্মচারীর অভাব পড়তঊ...উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বোকার মতো আচরণ করছেন এবং গ্রেফতারি হওয়া সাংবাদিকদের মুক্তি দেওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সম্পর্কে 'মানহানিকর ভিডিও'-র প্রেক্ষিতে গ্রেফতার করা হয়েছিল সাংবাদিক প্রশান্ত কানোজিয়াকেঊ প্রশান্তের গ্রেফতারি 'অবৈধ' ও 'অগণতান্ত্রিক', এই অভিযোগ তুলে জরুরি ভিত্তিতে তাঁর মুক্তি আর্জি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী জাগিশা আরোরা

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অজয় রস্তোগির অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলাটি উঠলে উত্তর প্রদেশ সরকারকে রীতিমতো ভতর্না করে বলেন, 'মতাদর্শ ভিন্ন হতেই পারে, তবে ওই টুইট পাবলিশ করা অথবা লেখা উচিত ছিল না তাঁর (প্রশান্ত)। কিন্তু, কিসের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হলঊ...নাগরিকদের স্বাধীনতার সঙ্গে কোনও সমঝোতা নয়, এটা সংবিধানে স্বীকৃত আর কোনওভাবেই তা খর্ব করা যাবে না।

'এরপর সর্বোচ্চ আদালত উত্তর প্রদেশ সরকারকে নির্দেশ দেয়, 'অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক সাংবাদিক প্রশান্ত কানোজিয়াকেঊ মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে মহানুভবতা দেখান।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর, বিশেষ মর্যাদার আবেদন নবীন পট্টনায়কের

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.): দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে দেখা করলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক। দ্বিতীয় ইনিংসে প্রধানমন্ত্রীকে এদিন অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে ওড়িশার জন্য বিশেষ মর্যাদার আবেদনও করেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক ছাড়াও অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল ব্রিগেডিয়ার (ড়) বি ডি মিশ্রা (অবসরপ্রাপ্ত) এবং কর্ণাটকের রাজ্যপাল বাজুভাই বালা-ও এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেছেন। মঙ্গলবার সকালে নয়াদিল্লি পৌঁছে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও পরে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নবীন পট্টনায়ক। এদিনের বৈঠকে সাইক্লোন ফণীর দাপটে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়া ওড়িশা রাজ্যের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও আর্থিক সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন তিনি। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত এই বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের জানান, 'লোকসভা নির্বাচনে জয় এবং দ্বিতীয় পর্বে সরকার গঠনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। কয়েকদিন আগের সাইক্লোনে রাজ্যের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায়, প্রধানমন্ত্রীর কাছে ওড়িশার জন্য বিশেষ মর্যাদার অনুরোধও জানিয়েছি।

আতঙ্ক ছড়িয়ে সাংবাদিকদের নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে উত্তরপ্রদেশ সরকার, দাবি প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.) : সাংবাদিক গ্রেফতার কাণ্ডে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নিন্দায় মুখর হলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। সাংবাদিক এবং কৃষকদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে উত্তরপ্রদেশ সরকার বলে ট্যুইটে দাবি করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার ট্যুইটারে প্রিয়াঙ্কা লেখেন, জনগণের উন্নয়ন নিয়ে কাজ না করে উত্তরপ্রদেশ সরকার সাংবাদিক এবং কৃষকদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। এর আগে সাংবাদিকের মুক্তির দাবিতে সরব হন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী।

উল্লেখ করা যেতে পারে সাংবাদিককে গ্রেফতার করে যথেষ্ট বেকায়দায় পড়ল উত্তর প্রদেশ পুলিশ ঊ ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক প্রশান্ত কানোজিয়াকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ঊ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সম্পর্কে 'মানহানিকর ভিডিও'-র প্রেক্ষিতে গ্রেফতার করা হয়েছিল সাংবাদিক প্রশান্ত কানোজিয়াকে ঊ প্রশান্তের গ্রেফতারি 'অবৈধ' ও 'অগণতান্ত্রিক', এই অভিযোগ তুলে জরুরি ভিত্তিতে তাঁর মুক্তির আর্জি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী জাগিশা আরোরা ঊ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অজয় রস্তোগির অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলাটি উঠলে উত্তর প্রদেশ সরকারকে রীতিমতো ভতর্না করে বিচারপতিরা বলেন, 'মতাদর্শ ভিন্ন হতেই পারে, তবে ওই টুইট পাবলিশ করা অথবা লেখা তাঁর (প্রশান্ত) উচিত হয়নিঊ কিন্তু, কিসের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হল।

এনআরএস হাসপাতালে উত্তেজনা আশঙ্কাজনক জুনিয়র চিকিতক, ডাক্তারদের মারধরের ঘটনায় ধৃত ৪

কলকাতা, ১১ জুন (হি.স.): নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে জুনিয়র চিকিতকদের মারধরের ঘটনায় ৪ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশঊ পাশাপাশি খতিয়ে দেখা হচ্ছে হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজঊ সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার দুপুর, চিকিতকদের অবস্থান-বিক্ষোভের জেরে এখনও স্তব্ধ নীলরতন হাসপাতালের চিকিতা পরিষেবাঊ দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনরা ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেনঊ অন্যদিকে, গুরুতর আহত জুনিয়র চিকিতক পরিবহ মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকঊ পরিবহকে কলকাতার নিউরো সায়েন্সে ভর্তি করা হয়েছেঊ হাসপাতাল সূত্রের খবর, জুনিয়র চিকিতক পরিবহ মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনকঊ করোটিতে তাঁর আঘাত লেগেছেঊ

গণ্ডগোলের সূত্রপাত, ট্যাঙরার বি বি বাগানের বাসিন্দা মহম্মদ সাহিদ নামে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করেঊ সামান্য অসুস্থতার কারণে গত রবিবার এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয় মহম্মদ সাহিদ নামে ওই রোগীকেঊ হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় সোমবার রাতে এনআরএস হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে তাঁর মৃত্যু হয়ঊ পরিজনদের অভিযোগ, চিকিতায় গাফিলতির কারণেই মৃত্যু হয়েছে মহম্মদ সাহিদেরঊ এরপর পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপ হতে থাকেঊ জুনিয়র চিকিতকদের সঙ্গে রোগীর পরিজনদের হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়ঊ সময় যত বাড়তে থাকে পরিস্থিতি ততই খারাপ হতে থাকেঊ হাসপাতালে জড়ো হতে থাকেন মৃত রোগীর আত্মীয়-পরিজনরাঊ অভিযোগ, মারমুখী জনতার কবলে পড়ে গুরুতর আহত হন পরিবহ মুখোপাধ্যায়-সহ দু'জন ইন্টার্ন পড়ুয়াঊ মোট ছ'জন জুনিয়র চিকিতককে মারধর করা হয়, তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা গুরুতরঊ হাসপাতালে সিকিউরিটি অ্যালার্ম ব্যবস্থা ও মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণের পরও এমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটলঊ

এরপর সোমবার গভীর রাত থেকেই নিরাপত্তার দাবিতে জুনিয়র ডাক্তাররা অবস্থান-বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেনঊ বিক্ষোভের জেরে হাসপাতালের পরিষেবা কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেঊ আউটডোর বন্ধঊ মঙ্গলবার সকালেই হাসপাতালের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছেঊ জুনিয়র চিকিতকদের দাবি, নিরাপত্তা যতক্ষণ না পর্যন্ত সুনিশ্চিত করা হবে ততক্ষণ এই অবস্থান চলবেঊ চিকিতা পরিষেবা স্তব্ধ হওয়ার ফলে দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীরা চিকিতা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেনঊ ক্ষুব্ধ ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে এদিন সকালেই হাসপাতালে আসেন স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা প্রদীপ মিত্রঊ ডাক্তারদের অবস্থান তুলে নেওয়ার আবেদন জানান তিনিঊ কিন্তু, চিকিতকরা জানিয়েছেন, রোগীর মৃত্যু হলেই ডাক্তারদের মারধর করা হয়ঊ প্রতিবারই এমন ঘটছেঊ তাই নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে অবস্থান চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরাঊ এনআরএস হাসপাতালে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যঊ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'হাসপাতালের জরুরি বিভাগ খোলা রয়েছে এবং চিকিতকদের সঙ্গে আলোচনা চলছেঊ চিকিতকদের মারধরের ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে বিধ্বংসী আগুন, ভস্মীভূত সাতটি দোকান

শিলিগুড়ি, ১১ জুন (হি. স.) : শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সাতটি দোকান। আগুনে পুড়ে গিয়েছে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার সামগ্রী। মঙ্গলবার ভোরে এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে বিধান মার্কেট থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয়রা। আগুন দেখে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় গোটা এলাকায়। তারাতারি খবর দেওয়া হয় দমকলকে। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। তবে আগুনের লেলিহান শিখা এতটাই তীব্র ছিল আগুন গ্রাস করে নেয় দোকানগুলিতে। দমকল কর্মীদের তিন ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও দোকনগুলো পুরোপুরি ছাই হয়ে যাওয়ার ফলে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে ব্যবসায়ীদের। তবে কি ভাবে আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি। তবে দমকলের প্রাথমিকভাবে অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে। গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখছে দমকলের কর্মীরা।

তৃণমূল থেকে ভাঙিয়ে বিজেপিতে বিক্ষোভে উত্তাল কোচবিহার

কোচবিহার,১১ জুন (হি.স.) : তৃণমূল থেকে ভাঙিয়ে বিজেপিতে আনায় বিক্ষোভে উত্তাল কোচবিহারের বিজেপি অন্দরমহল। তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যদের ভাঙিয়ে বিজেপিতে সামিল করার বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে দিনহাটা বিজেপির অন্দরে। দলীয় সাংসদ ও জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বিজেপি কর্মীরা। মিছিলও করেন তাঁরা। দলের সাংসদ ও সভাপতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখতে আজ জেলা কার্যালয় ঘেরাও করেন তাঁরা।

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের একসময়ের নেতা নিশীথ প্রামাণিক বিজেপিতে আসার পরে তাঁকে যখন লোকসভা ভোটে কোচবিহারের প্রার্থী করা হয়েছিল তখনও দলের নিচুতলায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। দলের অন্দরে সেই বিক্ষোভ সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়েছিল দলের রাজ্য নেতৃত্বকে। ফের দল সেই একই ধরণের বিক্ষোভের মুখে কোচবিহার বিজেপি।

এবার লোকসভা ভোটে কোচবিহার আসনে জয় পেয়েছে বিজেপি। জয়ী হয়েছেন তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদানকারী বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। আর ভোটের ফল বেরনোর পর থেকেই শুরু হয়েছে দল ভাঙার পালা।

তৃণমূল থেকে অনেকেই বিজেপির ছাতার তলায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন। সোমবারও সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করেন কোচবিহারের মাটলহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপ্না রায়। তাঁর সঙ্গেই বিজেপি শিবিরে নাম লেখান আরও ৫ পঞ্চায়েত সদস্য। আর এতেই ব্যাপক ক্ষুব্ধ বিজেপির পুরনো নেতা, কর্মীরা। তাঁদের সাফ প্রশ্ন, তৃণমূল থেকে ভাঙিয়ে বিজেপিতে কেন ? ক্ষুব্ধ নেতাদের আরও অভিযোগ, তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদানের পর, এরাই এলাকায় বিজেপির নাম করে সন্ত্রাস চালাচ্ছে।

এই অভিযোগে মঙ্গলবার সকালে দিনহাটা ১ ব্লক মণ্ডল সভাপতি নৃপেন সরকারের নেতৃত্বে লক্ষ্মীবাজার এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেন বিজেপি কর্মীরা। মিছিল থেকে সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক সহ কোচবিহার জেলা সভাপতি মালতি লাভার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দেখা যায় কর্মী সমর্থকদের।শুধু মাটলহাটই নয়, এই মুহূর্তে জেলার নানা প্রান্তে ছড়াচ্ছে এই অশান্তি আঁচ। নানা অপরাধের অভিযোগ রয়েছে, তৃণমূলের সেই সব দাগি লোকেদের বিজেপি দলে ঢোকাচ্ছে বলে কর্মীদের অভিযোগ।

তবে দলের কর্মীদের এই বিক্ষোভ সম্পর্কে বিজেপির জেলা সভানেত্রী মালতী রাভা বলেন, 'ওদের ক্ষোভের হয়তো কারণ আছে। কিন্তু ওদের এটাও বুঝতে হবে, যে দল এখন বড় হচ্ছে।

বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকরা আমাদের দলে আসবেই। নতুন লোক যদি না আসে তাহলে দলের শ্রীবৃদ্ধি হবে কী করে' ? কিন্তু দলের কর্মীরা অভিযোগ করছেন একসময় যারা তাঁদের উপর অত্যাচার করেছে তারাই এখন বিজেপিতে আসতে চাইছে। এই প্রশ্নে মালতীদেবীর উত্তর, 'কারও উপর কারও ব্যক্তিগত ক্ষোভ থাকতেই পারে। কিন্তু দল যখন বাড়ছে , তখন অনেককেই আমাদের স্বাগত জানাতে হবে'।

আহত বাঘ বেশী ভয়ঙ্কর মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক

কলকাতা, ১১ জুন (হি. স.) : "মৃত বাঘ থেকে আহত বাঘ বেশী ভয়ঙ্কর। " মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক উঠেছে সামাজিক মাধ্যমে। সিপিএম-এর বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী ফেসবুকে লিখেছেন, "যেমন মৃত মানুষের থেকে ভেন্টিলেশনে থাকা মানুষ বেশী ভয়ঙ্কর। প্রিয় জনদের সব সময় রেডি থাকতে হয়-'এই গেল এই গেল' তটস্থ হয়ে থাকতে হয়। বেশ কিছুদিন যাওয়ায় পর। আত্মীয় স্বজন মনে করতে থাকেন বা--বা-- আর পারছিনা। এবার চলে গেলেই বাঁচি।"

হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা সম্পাদক-সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত লিখেছেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ক'টি লাইন। 'পৃথিবী ঘুরছে' কবিতা থেকে -- "তোমার কাজ আগুনকে ভালোবেসে উন্মাদ হয়ে যাওয়া নয়/ আগুনকে ব্যবহার করতে শেখা/ অস্থির হয়ো না/ শুধু প্রস্তুত হও।" তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ কুনাল ঘোষ এই প্রসঙ্গে দুটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠার খবরের সংশ্লিষ্ট অংশ চিহ্নিত করে লিখেছেন, "ভুলটা কার?

বক্তার না সাংবাদিকের? মৃত বাঘের' থেকে তো 'আহত বাঘ' ভয়ংকর হবেই। এটা কোনো তুলনা হল? এরকম বাংলা হয়? 'আহত বাঘ' বেশি ভয়ঙ্কর, এটুকুই যথেষ্ট। এমনকি, কিছুকাল জোর করে খাঁচাবন্দি রাখার পরেও বাঘ বাঘই থাকে। আর যদি আহত করা হয়? তাহলে ভয়ঙ্কর তো বটেই।" নয়ন দাশগুপ্ত লিখেছেন, "আর পারলাম না, মৃত বাঘ ভয়ংকর হয় কি করে?" দেবযানী ভট্টাচার্য লিখেছেন, "মমতাও অমর হবেন বাঙালীর নিঃশেষ অবক্ষয়ের প্রতীক হিসেবে।

কাঁকসায় গৃহবধূর দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

দুর্গাপুর, ১১ জুন (হি.স.): কাকভোরে বাপের বাড়ির পাশে গৃহবধূর দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল কাঁকসা দক্ষিণ ক্যানেল পাড়ে। মৃতার নাম সাহিদা বিবি (৪৫)। বুদবুদের আজাদ পল্লীর বাসিন্দা তিনি। মঙ্গলবার ভোরে বাপের বাড়ির পাশেই সাহিদা বিবির দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় খবর দেওয়া হয় নিকটবর্তী থানায়। থানা থেকে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পরিবার সূত্রের খবর, স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পাঁচ দিন আগে কাঁকসায় দাদার বাড়িতে চলে আসেন সাহিদা বিবি। মঙ্গলবার ভোরে বাড়ির পিছনে ধোঁয়া দেখতে পান প্রতিবেশীরা। বাসিন্দারা গিয়ে দেখেন সাবিনা বিবির জ্বলন্ত দেহ পড়ে রয়েছে। প্রতিবেশীরাই

ছয়ের পাতায়

গুজরাট উপকূলে ধেয়ে আসছে সাইক্লোন ভায়ু, জারি সর্তকতা

আমেদাবাদ, ১১ জুন (হ. স.) : প্রবল শক্তি নিয়ে ধেয়ে আসছে সাইক্লোন ভায়ু। ঘণ্টায় ১২০ কিমি বেগে গুজরাট উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে ওই ঝর।জারি করা হয়েছে সর্তকতা।

আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, প্রবল শক্তি নিয়ে ক্রমশ উত্তরের দিকে এগোচ্ছে সাইক্লোন ভায়ু। আগামী ১৩ জুন গুজরাট উপকূলের পোরবন্দর এবং মাহুবায় ঘণ্টায় প্রায় ১২০ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পরতে পারে ওই ঝর। আশঙ্কা করা হচ্ছে, সাইক্লোন বায়ু শক্তি বাড়িয়ে ঘণ্টায় ১৩৫ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, মঙ্গলবার সন্ধে থেকেই আরব সাগর উপকূলবর্তী এলাকায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। লক্ষদ্বীপ, কেরল, কর্নাটক এবং দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের উপকূলে ঝড়ে ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে। এরপর বুধবার সকালেই গুজরাটের উপকূলে ঘণ্টায় প্রায় ৮০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। সন্ধেয় তা আরও গতি বাড়াবে। ঝড়ের জেরে ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর, লক্ষদ্বীপ-সহ কেরল, কর্নাটক উপকূলে মত্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার

ছয়ের পাতায়

ছত্তিশগড়ে কুয়োর বিষাক্ত গ্যাসে মৃত ২, অসুস্থ আরও অনেকে

কোরবা, ১১ জুন (হি.স.): ছত্তিশগড়ের সুরজপুর জেলায় একটি কুয়োর ভিতরে বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল দু''জনের। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও অনেকে। মঙ্গলবার এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার গিরিজা শংকর জয়সোয়াল জানান, মৃত দুই ব্যক্তির নাম গণপত সিং (৩৫) এবং রামনারায়ণ সিং (৩৩)। অনেক চেষ্টার পর সোমবার রাতে তাঁদের ও আটকে পড়া গরুটিকে কুয়ো থেকে বের করে আনে রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। মৃত্যু হয়েছে গরুটিরও।

পুলিশ সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাবশত পড়ে যাওয়া একটি গরুকে উদ্ধারের জন্য গত রবিবার রাতে সুরজপুর জেলার পত্রাপলী গ্রামের একটি বাড়িতে অবস্থিত কুয়োয় নামেন গণপত সিং (৩৫)। প্রাথমিকভাবে, প্রতিবেশী গণপত একটি দড়ি দিয়ে নীচে নামেন কিন্তু কুয়োর মধ্যে বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং আর বেরোতে পারেননি। পরে, অন্য আরেকজন প্রতিবেশী রামনারায়ণ সিং (৩৩) ভিতরে যান কিন্তু তিনিও অজ্ঞান হয়ে বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হন। দুজনকে বেরোতে না দেখে পরে আরও দু''জন লোক কুয়োর ভিতরে প্রবেশ করেন। কিন্তু যখন চারজনের কেউই বাইরে আসতে পারেননি, তখন গ্রামবাসীরা পুলিশে খবর দেয় এবং উদ্ধার অভিযান শুরু করে। গ্রামবাসীদের সহায়তায় সোমবার সন্ধ্যায় দুইজনকে বের করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে। পুলিশ সুপার গিরিজা শংকর জয়সোয়াল এদিন বলেন, অনেক চেষ্টার পর সোমবার গভীর রাতে গণপত সিং ও রামনারায়ণ সিং সহ আটকে পড়া গরুটিকে কুয়ো থেকে বের করে আনে রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। দুই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন স্থানীয় হাসপাতালের চিকিৎসকেরা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অতিরিক্ত বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটেছে। তবে, অটোপসির রিপোর্ট হাতে আসলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। দেহদুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পথ কুকুরের হাত থেকে ভাম বিড়ালকে বাঁচিয়ে বন দফতরের হাতে তুলে দিলেন বারুইপুরের বাসিন্দা

বারুইপুর, ১১ জুন (হি.স.) : রাতের অন্ধকারে আম গাছ থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিল একটি ভাম বিড়াল বা গন্ধগোকুল। দিনের আলো ফুটতেই পথ কুকুররা আক্রমণ করতে থাকে সেটিকে। বিষয়টি নজরে আসতেই কুকুর তাড়িয়ে ভাম বিড়ালটিকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে রাখেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরের সুবুদ্ধিপুরের বাসিন্দা কাশীনাথ দে। এরপর এলাকার বন্যপ্রাণ প্রেমী দেবমাল্য চট্টোপাধ্যায়কে খবর দেন কাশীনাথ বাবু। ঘটনার খবর পেয়েই দেবমাল্য এসে সেটিকে একটি খাঁচায় বন্দী করে বন দফতরকে খবর দেন। খবর পেয়ে বারুইপুরের রেঞ্জার এন হুদাতির উদ্যোগে বনকর্মীরা এসে নরেন্দ্রপুরের চিন্তামণি কর পাখি অভয়ারণ্যে

ছয়ের পাতায়

বাড়ি বাড়ি বর্জ সংগ্রহ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় মঙ্গলবার। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

নিজেকে সুস্থ রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত ধ্যান

এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করতে পারলে যে-কোন বিষয়ে মনকে একাগ্র করতে পারা যায়। ধ্যান হল মনের ব্যায়াম। কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীয়করণের নামই ধ্যান। নীরবে বসে সুনির্দিষ্ট ভাবে অনুশীলন করলে ধ্যানের মাধ্যমে মনোযোগ বাড়ে, সচেতনতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। মনের স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি সৃষ্টি হয়। প্রশান্তি ও সুখানুভূতি বাড়ানোর পাশাপাশি অন্তর জাগরণ ঘটে।মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে, সুস্থ থাকতে, উন্নতি করতে, জীবন উপভোগ করতে, সুখী হতে ধ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। ধ্যান এমন একটি ব্যায়াম যার প্রতি পদে পদে শুধু উপকার আর উপকারই আছে। ধ্যান নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে শেখায়। নিজের ভিতরটা বদলালে পৃথিবী বদলে যাবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সারা পৃথিবীর সুখ-শান্তি অর্জন করা যায়। সুখ-শান্তি অন্য কোথাও না নিজের ভিতরেই বাস করে।আমাদের দেশের শহরাঞ্চলের খুব সচেতন কিছু নারী ধ্যান বা মেডিটেশন করেন। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। মেডিটেশন বা ধ্যান মস্তিষ্কের জন্য খুব উপকারী। আমাদের মস্তিস্ক সব সময় কাজ করতে থাকে। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনো কাজ করে। মস্তিষ্ক সারা শরীরের নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। অর্থাত বিরামহীন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। আমাদের ঘুমানোর সময়, চোখ বন্ধ করে রাখার সময় বা ধ্যান করার সময় মস্তিষ্কের বিশ্রাম হয়। এই বিশ্রামের ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ে। তখন সারা শরীরের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হয়ে ওঠে আরও বেশি শক্তিশালী।ধ্যান বা মেডিটেশনের সময় মানুষ চোখ বন্ধ করে রাখে। ফলে চোখ, কপাল, ঘাড়, মাথা, চোখের চারপাশের স্নায়ু ও মাংসপেশির বিশ্রাম হয়। ধ্যানের সময় মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষেরও বিশ্রাম হয়। তখন মাথাব্যথা, ঘাড়ব্যথাও কমে। মস্তিষ্কের প্রতিটি প্রান্তে অক্সিজেন পৌঁছে যায়। এই অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত শিরা-উপশিরার মাধ্যমে সারা শরীরে সঞ্চালিত হয়। এতে শরীরের অন্যান্য অঙ্গেরও পুষ্টি হয়। অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত দেহের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। পরিণামে কমে যায় স্ট্রেস হরমোন বা

ডায়াবেটোজেনিক হরমোন।পরিণত বয়সের সব নারী-পুরুষের জন্য মেডিটেশন খুব জরুরি। আমাদের উচিত কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নিজেদের ধ্যান করা, আত্মীয়স্বজনসহ প্রতিবেশী পরিচিতদের এতে উতসাহিত করা।মস্তিষ্কের বিশ্রাম হলে এতে অক্সিজেনের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পুরো শরীরে সঞ্চালিত হয়। চোখের স্নায়ুগুলোর বিশ্রাম হয়। চোখ বন্ধ করে ধ্যান করার সময় চোখের মাংসপেশিরও বিশ্রাম হয়। নিয়মিত মেডিটেশন করলে হৃদরোগের ঝুঁকিও কমে।ধ্যান মানুষকে তার মন ও চিন্তা-চেতনা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, বাড়িয়ে তোলে আত্মবিশ্বাস।

চুল সিল্কি করতে গাজরের চমতকার উপকারিতা!

বিনোদন ডেস্ক : গাজর যেমন সুস্বাদু, তেমনই পুষ্টিকর।সালাদেই খান বা হালুয়ায়।গাজর খেলে স্বাস্থ্য অনেক ভাল থাকে, তেমনই চুলও উজ্জ্বল হয়। আবার গাজরের মাস্ক, গাজর তেল মাখলেও চুলের সমস্ত সমস্যা সমাধান করা যায়গাজরের উপকারিতা-গাজরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, কে, সি, বি৬, বি১, বি২, ফাইবার, পটাশিয়াম, ফসফরাস রয়েছে। যা স্বাস্থ্য, চুল ও ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। দৃষ্টিশক্তি ভাল থাকে এবং গাজর খেলে বয়সের ছাপ দেরিতে পড়ে।আরও দিক রয়েছে সেগুলো হচ্ছে-*গাজরের মাস্ক চুল সিল্কি করে, মসৃণতা আনে।*ময়লা আবহাওয়া থেকে চুলকে রক্ষা করে।*রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে উজ্জ্বলতা বাড়ায়*চুলের গোড়া শক্ত করে*চুল বাড়াতে সাহায্য করে*চুল ভেঙে যাওয়া ও পড়ে যাওয়া বন্ধ করতে সাহায্য করে থাকে গাজর। গাজরের তেল- সপ্তাহে এক দিন শ্যাম্পু করার আগে এই তেল মাথায় মাসাজ করুন।বাড়িতেই বানাতে পারেন গাজরের তেল। গাজর ভাল করে কুরিয়ে নিন। কোরানো গাজর একটা জারে অলিভ অয়েল, নারকেল তেল বা তিলের তেল মিশিয়ে রেখে দিন এক সপ্তাহ। কমলা রঙ ধরলে বুঝবেন গাজর তেল ব্যবহারের জন্য তৈরি।গাজরের মাস্ক- একটা গাজর ও একটা কলা নিন। খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরোয় কেটে নিন। এর সঙ্গে অলিভ অয়েল মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ভাল করে বেটে নিয়ে দই মিশিয়ে নিন। এই মাস্ক চুলে লাগিয়ে আধ ঘণ্টা রেখে হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই মাস্ক লাগালে চুলের গোড়া ভাঙবে না, চুলের বৃদ্ধি ভাল হবে, সিল্কি হবে।গাজর ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন।টুকরো গাজরের সাথে অলিভ অয়েল, নারকেল তেল, এসেনশিয়াল অয়েল ও মধু মিশিয়ে নিন।এই মিশ্রণ দু''তিন মিনিট গরম করুন।পরে নামিয়ে দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। চুলের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত এই মিশ্রণ ভালভাবে লাগিয়ে ২০-২৫ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন। চুল বাড়াতে, সিল্কি করতে সাহায্য করবে। সপ্তাহে একদিন করবেন।বাজারে ক্যারট সিড অয়েল কিনতে ও পাওয়া যায়। নারকেল তেলের সঙ্গে এই তেল দু''তিন ফোঁটা মিশিয়ে নিন। মাথায় মালিশ করে এক ঘণ্টা পরে শ্যাম্পু করে ফেলুন।

বিষন্নতার ঝুঁকি বাড়ায় পাঁচগুণ বেশি

যেসব কিশোর কিশোরী ১৫ বছর বয়সের মধ্যে ভীষণভাবে পথ সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাদের বিষন্নতা রোগ হওয়ার ঝুঁকি তিনগুণ বেশি থাকে বলে দাবি করেছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা।

তারা আরও দাবি করেন, নিজের শরীরের ক্ষতি করার কারণে ১৮ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি আরও বেশি প্রায় পাঁচগুণ।

সম্প্রতি মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেটে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

এতে নেতৃত্ব দেন যুক্তরাজ্যের দ্য ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড গবেষক ড. লুসি বোস। তিনি বলেন, গথই বিষন্নতার একমাত্র কারণ এটা আমরা বলছি না। গবে গবেষণায় দেখা গেছে, অন্যদের তুলনায় গথ সংস্কৃতির ধারক কিশোর কিশোরীরা তুলনামূলক বেশি বিষন্নতায় ভোগে এবং নিজের শরীরের ক্ষতি করে।

অতীতের একটি গবেষণায় দেখা গেছে সমসাময়িক পথ সংস্কৃতির ধারক কিশোর কিশোরীরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের শরীরে ক্ষতি করে। অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক বা বন্ধুদের প্রভাবেও তারা এমন কাজ করে থাকে।

গবেষণায় অভিভাবক এবং শিশুদের উপর করা দ্য ইউকে অ্যাভন লঙ্গিচুডিনাল এর তথ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে, ১৫ বছরের মধ্যে যেসব কিশোর কিশোরী গথ উপ সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে নিজের শরীরের ক্ষতি করে তাদের ক্ষেত্রে যৌবনের শুরুতে বিষন্নতা রোগ দেখা দেওয়ার ঝুঁক সবচেয়ে বেশি থাকে।

প্রায় ৩ হাজার ৬শ ৯৪ জন কিশোর কিশোরীদের ওই গবেসণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী এদের প্রত্যেকের ভেতরেই বিষন্নতার লক্ষণ পাওয়া যায়।

প্রাথমিকভাবে গবেষকরা মনে করেছেন, যেসব কিশোর কিশোরী গথ সংস্কৃতিতে ঝুঁকে নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছে, ভবিষ্যতে তারা বিষন্নতায় ভুগবে। তবে এক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ এবং ব্যক্তি নিজেও গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি ব্যক্তির মানসিক অবস্থা, আচরণ, মায়ের মানসিক স্বাস্থ্য নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। এটি একটি পর্যবেক্ষণীয় গবেষণা হওয়ায় চূড়ান্ত করেকোনো কারণও প্রভাব ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, যোগ করেন গবেষকরা।

তাদের মতে, এ গবেষণা গথ সংস্কৃতির যারা বিষন্নতায় ভুগছেন, তাদের সহায়তা করতে সূত্র হিসেবে কাজ করবে।

গবেষণা সহযোগী যুক্তরাজ্যের দ্য ইউনিভার্সিটি অব ব্রিস্টলের গবেষক ড. রেবেকা পেয়ারসন বলেন, যেসব কিশোর- কিশোরীরা বিষন্ন বা নিজেদের ক্ষতি করার প্রবণতা রয়েছে তারা গথ সংস্কৃতির প্রতি আকৃস্ট হতে পারেন।

ভিন্নভাবেও বলাযেতে পারে, যেসব কিশোর কিশোরী গথ সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ঠ তাদের আচরণে বিচ্ছিন্ন ও আঁতলামিভাব বেশি প্রকাশ পায়।

ইংরেজি মুভিতে মাঝে মাঝেই আমরা দেখি কেউ কেউ চুল কালো করে, কালো নেলপলিশ আর কালো লিপ্সটিক দিয়েছে। তাঁর পরনের পোশাকটিও পুরো কালো।

ভ্যাম্পায়ার ভেবে ভুল করবেন না যেন, এরা বেশিরভাগ গথ কালচারের অনুসারী। উঠতি বয়েসি টিনেজারদের ভেতর এটা বেশি দেখা যায়।

গথ সংস্কৃতি

হিপ্পির মতন গথও একটা সাবকালচার। কালো, আঁধার, শীতল- এই তিনটা শব্দ বোধকরি এদের বর্ণনার জন্যে সবচেয়ে নিখুঁত।

গত আসলে আমরা যাকে বলতাম 'পাঙ্ক' বা 'রক বয়েজ' তার বর্তমান রূপ। আশির দশকে ইংল্যান্ডেই এর সূচনা। রক গান, ডেথ রক, পোস্ট পাঙ্ক, হেভি মেটাল ইত্যাদি গানের কট্টর ফ্যানরা সাধারণত এ কালচার অনুসরণ করতে পছন্দ করেন।

পিটি উষা প্রসঙ্গে ক্যাটরিনা

মহানগর ওয়েবডেস্ক: মাত্র তিন দিনের মধ্যে সলমান এবং ক্যাটরিনা অভিনীত ''ভারত'' ছবিটি ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করেছে। ছবিটির সাফল্য উপভোগ করছেন ছবির কলাকুশলীরা। প্রথম দিনেই ছবিটি ৪২.৩০ কোটির ব্যবসা করে ফেলে। এরপর দুদিনের মধ্যে তা ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করে ফেলে। ফের একবার প্রথমসারির অভিনেত্রীদের তালিকায় ফিরে এসেছেন ক্যাটরিনা কাইফ। কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল, পিটি উষার বায়োপিকে কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল অভিনেত্রীকে। যদিও সেই বিষয়ে ক্যাটরিনা কোনও মন্তব্য করেননি। তবে এবার পিটি উষার বায়োপিক নিয়ে মুখ খুললেন বলিউডের ''বার্বি গার্ল''।তিনি বলেন, ''ছবি সই করার আগে আমি এই বিষয়ে কোনও আলোচনা করতে চাইনা। আমি নিশ্চয়ই করব, যদি ছবির কাহিনী ঠিক থাকে আমার জন্য।'' তবে খুব শীঘ্রই তাঁকে দেখা যাবে রোহিত শেট্টির পরিচালিত ''সূর্যবংশী'' ছবিতে। অক্ষয়ের বিপরীতে তাঁকে দেখা যেতে চলেছে।জানা গিয়েছে, ষষ্ঠবার অক্ষয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন তিনি। ''নমাস্তে লন্ডন'' দিয়ে অক্ষয়ের সঙ্গে প্রথম যাত্রা শুরু করেন। ছবিটি বক্স অফিসে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল। এরপর ''দে দানা দান'', ''ওয়েলকাম'', ''হামকো দিওয়ানা কার গায়ে'', ''তিস মার খান'' এবং ''সিং ইজ কিং'' ছবিতে দেখা গিয়েছিল ক্যাট-অক্ষয়ের জুটিকে।

অক্ষয়ের মতো কিছুটা হলেও সফল হতে পারলে সিনেমা থেকে বিরতি নিয়ে নেব:তাপসী পান্নু

মহানগর ওয়েবডেস্ক: দক্ষিণী থেকে বলিউডে এসেছিলেন নিজের মাটি শক্ত করতে। মাটি শক্ত করেছেন বটেই পাশাপাশি বেশ কয়েকটি হিট ছবি দিয়েছেন তাপসী পান্নু। ''চাশমে বাদ্দুর'' ছবি দিয়ে বলিউডে ডেবিউ করেন তাপসী। ডেভিড ধাওয়ানের ছবি দিয়ে তিনি বলিপাড়ায় ডেবিউ করেছেন। এরপর ''বেবি'', ''নাম হে শাবানা'', ''জুড়বা ২'', ''বাদলা'', ''পিঙ্ক''-এর মতো জনপ্রিয় ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তবে বেশিরভাগ ছবিতে অক্ষয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন অভিনেত্রী। অক্ষয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাপসী। অভিনেতার কাজকে তিনি বেশ পছন্দ করেন।এক সাক্ষাতকারে তাপসী জানান, আমার সঙ্গে অক্ষয়ের বেশ ভালোই কথাবার্তা হয়। এই বছরে আমার চারটে ছবি মুক্তি পাবে। তবে মনে করি, যদি আমি অক্ষয়ের মতো কাজ করতে পারি অর্থাত আজ অক্ষয় যে স্থানে রয়েছে সেই স্থানে যেতে পারি তাহলে এরপর আমি কাজ থেকে বিরতি নিয়ে নেব। তিনি একসঙ্গে অনেক কাজ করে যাচ্ছেন। এই বছরই মুক্তি পেয়েছে ''বাদলা'' ছবিটি। ছবিতে অমিতাভ বচ্চন এবং তাপসী পান্নুকে মুখ্য চরিত্রে দেখা গিয়েছে। ছবিটি বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করেছে।পাশাপাশি অনুরাগ কাশ্যপের ছবিতেও দেখা যাবে তাপসীকে। ছবিটি ২০১৯-এ মুক্তি পাবে।তাছাড়াও ''মিশন ''মঙ্গল'' ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে অক্ষয়ের সঙ্গে। এই ছবিতে কাজ করছেন বিদ্যা বালন, সোনাক্ষী সিনহা, শারমান জোশি, কৃতি কুলহারি এবং নিত্যা মেনন। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ১৫ আগস্ট কিন্তু ১৫-র বদলে ছবি মুক্তি পেতে চলেছে ৯ আগস্ট।

বিয়ের আগে খুনসুটি নিখিল-নুসরতের

বিয়ের খবর পাওয়া গিয়েছিল আগেই। সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর আর অপেক্ষা করেননি অভিনেত্রী নুসরত জাহান। জুনেই বিয়ে সেরে ফেলছেন নব নির্বাচিত সাংসদ। শাড়ি ব্যবসায়ী নিখিল জৈনের সঙ্গেই সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন। যদিও নিখিলের সঙ্গে তাঁর আলাপ বেশিদিনের নয়। কিন্তু দুজনের মধ্যে জমাটি বন্ধুত্ব টের পাওয়া গেল টিকটক ভিডিয়োয়।হবু বর-বউ দুজনেই মেতেছেন টিকটকে। আবার নিখিল বলছেন, তিনি নাকি নুসরতকে তাঁর প্রেমকাহিনীতে মুখ্য ভূমিকায় রেখেছেন। নুসরতের মাকেও জানিয়েছেন! এ কি কান্ড! বিয়ের আগে বেশ দিন কাটাচ্ছেন নিখিল-নুসরত।প্রসঙ্গত, বলিউডের দীপিকা-অনুষ্কার মতো নুসরতও করছেন ''ডেস্টিনেশন ওয়েডিং''। ১৯ থেকে ২১ জুন ইস্তানবুলে বসছে নুসরতের বিয়ের আসর। সদ্য বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন নুসরত।

রাগ নয়, যুক্তিতেই লক্ষ্যভেদ

রাগ মানুষের আবেগের অন্যতম এক স্বতস্ফূর্ত উপাদান। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের এই অনুভূতিটি সবল। তবে অনেক সময় রাগ মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়। যা ব্যক্তির জীবন ও বিভিন্ন সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকারক।

রাগ কী

রাগ এক প্রকার আবেগীয় বহিঃপ্রকাশ যা ব্যক্তির মনের অসহনীয় অবস্থা বা বিরক্তিবোধ থেকে উৎপত্তি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, যখন কোনো ব্যক্তি রেগে যান তখন তার দেহে অ্যাড্রিনালিন ও নর অ্যাড্রিনালিন হরমোন নিঃসৃত হয়। একইসঙ্গে হৃৎপিণ্ডের গতি ও রক্তচাপ বেড়ে যায়।

রাগ ও ক্ষোভ এক নয়

রাগ ও ক্ষোভ দু'টো এক নয়। তৎক্ষণাৎ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির সাময়িক বহিঃপ্রকাশ হলো রাগ। এর সময়কাল স্বল্পকালীন।

লিভারে বিষ জমার ফলে কি কি শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয়

লিভারের কাজ শরীরে জমে থাকা টক্সিক বা বিষক্রিয়া জমলে তা শরীর থেকে বের করে শরীরের কার্যকারিতা ঠিক রাখা। কিন্তু সেই লিভার যখন ঠিকমত কাজ করে না তখন শরীরে বিষ জমে নানা রোগের উতপাত শুরু হয়। লিভারে যদি বিষ জমে থাকে তাহলে কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। জেনে নেয়া যাক লিভারে বিষ জমলে শারীরিক কোন উপসর্গ দেখা দেয়।শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হলে বুঝতে হবে লিভার ঠিক মতো কাজ করছে না। যেহেতু লিভার শরীরের অন্যতম বড় একটি অঙ্গ এ কারণে অতিরিক্ত গরম হলে লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন ঘামের মাধ্যমে শরীর ঠাণ্ডা হয়।লিভারের কার্যকারিতা ঠিক না থাকলে অতিরিক্ত ক্লান্ত লাগে। তখন মাথা ঘোরানো, দুর্বল লাগা এসব উপসর্গ বেড়ে যায়।লিভারে টক্সিক জমা হলে ত্বকে সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণত যতক্ষণ না ত্বকে কোনও ধরনের ফুসকুড়ি দেখা দেয় তার আগ পর্যন্ত ত্বকের সমস্যা হলে কেউ লক্ষ্য করেন না। ত্বকের সমস্যা বেড়ে গেলে বুঝতে হবে লিভারে কোনও ধরনের সমস্যা হয়েছে। যদি ব্রাশ করার সময় দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে তাহলে বুঝতে হবে লিভারে বিষ জমা হয়েছে।যদি পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে নারীদের হরমোনের ভারসাম্যজনিত সমস্যা হয় তাহলে বুঝতে হবে লিভার ভাল ভাবে কাজ করতে পারছে না। হরমোনের সমস্যা হলে সাধারণত ঘন ঘন মুড পরিবর্তন হয়, ওজন ওঠা-নামা করে এবং মানসিক চাপ বেড়ে যায়। লিভারে টক্সিক জমা হলে মুখে দুর্গন্ধ হয়।

কালো টমেটোর বিস্ময়কর ক্ষমতা!

বাদামি, কমলা, সবুজ, লাল, সাদা টমেটোর ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু বিরল প্রজাতির কালো টমেটো সম্পর্কে কে কতটুকু জানেন? জানবেন কোত্থেকে, এর আগে তো কালো টমেটো চোখেই দেখেননি। দেখবেন বলে হয়তো আশাও করেননি। তবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রথমবারের মতো সফলভাবে চাষ হয়েছে কালো টমেটোর। ভাল উতপাদনও হয়েছে। আর এই টমেটোর রয়েছে বিস্ময়কর ক্ষমতা। ক্যান্সারের মতো কঠিন রোগ প্রতিরোধে এই কালো টমেটো অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।উজ্জ্বল কালো রঙের এই টমেটোতে রয়েছে এন্থোসেনিন নামক এন্টিঅক্সিডেন্ট যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আশা করা হচ্ছে ডায়াবেটিস, ক্যান্সার এবং স্থূলতা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই বিরল প্রজাতির টমেটো। ৬৬ বছর বয়সী রে ব্রাউন জানান, বাগান করার শখে তিনি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে বীজ সংগ্রহ করেন। কালো রঙের এই টমেটো দেখে তিনি চমকে যান।রে জানান, তার বাগানে বাদামী এবং কমলা রঙের টমেটো গাছ রয়েছে। অনেকে কালো রঙের টমেটোর বিষয়টি অসম্ভব বলে মনে করে। আমার জানা মতে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এ ধরণের টমেটো জন্মেনি।রে আরো জানান, ''আমার বাগানে কালো টমেটোর তিনটি গাছ রয়েছে। প্রত্যেকটি গাছে ২০টি করে টমেটো ধরেছে। টমেটোগুলোতে সূর্যের আলো পড়লে অসাধারণ এক রং ধারণ করে। আলো প্রতিফলিত হতে থাকে।তিনি বলেন, টমেটোর উপরের অংশ কালো হলেও ভিতরের অংশ লাল। দেখতে কালো এই টমেটোর স্বাদ চমতকার। কয়েকবার এই টমেটো খেয়েছেন বলে জানান রে।

অ্যাকশান ভিত্তিক ছবির জন্য হৃত্বিক পেলেন ৪৮ কোটি টাকা?

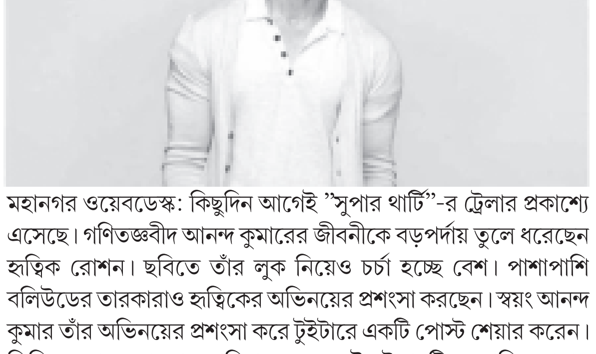

মহানগর ওয়েবডেস্ক: কিছুদিন আগেই ''সুপার থার্টি''-র ট্রেলার প্রকাশ্যে এসেছে। গণিতজ্ঞবীদ আনন্দ কুমারের জীবনীকে বড়পর্দায় তুলে ধরেছেন হৃত্বিক রোশন। ছবিতে তাঁর লুক নিয়েও চর্চা হচ্ছে বেশ। পাশাপাশি বলিউডের তারকারাও হৃত্বিকের অভিনয়ের প্রশংসা করছেন। স্বয়ং আনন্দ কুমার তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করে টুইটারে একটি পোস্ট শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, আমরা সপরিবারে বসে এই ট্রেলারটি দেখেছি। আমার পরিবারের চোখে জল চলে এসেছে। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে ''সুপার থার্টি''-র পাশপাশি অভিনেতাকে দেখা যাবে যশ রাজের পরবর্তী অ্যাকশনভিত্তিক ছবিতে। যেখানে হৃত্বিক ছাড়াও রয়েছেন টাইগার শ্রফ এবং বানি কাপুর। তবে শোনা যাচ্ছে, এই ছবির জন্য হৃত্বিককে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।সূত্রের খবর, অভিনেতাকে ইতিমধ্যেই ৪৮ কোটি টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবিটি অ্যাকশন ভিত্তিক হতে চলেছে। ছুটির দিনেই ছবি মুক্তি পাবে বলে জানা গিয়েছে। তবে শুধু হৃত্বিক নয়, এর আগে বহু অভিনেতাদের কয়েক কোটি টাকার পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। সলমান থেকে শাহরুখ এবং অক্ষয়, অন্যদিকে রণবীর কাপুরদেরও নাম এই তালিকায় রয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রযোজকরা এই বিষয়ে কোনও আপত্তি জানাননি। তাঁদের বিশ্বাস হৃত্বিক এই কাজটি করতে পারবেন। কারণ অভিনেতার প্রত্যেকটা ছবি ভালো ব্যবসা করে।জানা গিয়েছে, এই ছবির জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই ছবিটি বলিউডের অনান্য অ্যাকশন ছবিগুলোর থেকে একেবারেই আলাদা। তবে এই প্রথমবার দর্শকেরা হৃত্বিক এবং টাইগারকে একসঙ্গে দেখতে চলেছেন। এক সাক্ষাতকারে

অঙ্ক ও ভাষা শেখাবে রোবট

রোবট দিয়ে সাধারণত সূক্ষ্ম বা ঝুঁকিপূর্ণ বেশি করানো হয়। কিন্তু হিউম্যানয়েড রোবট এলিয়াস ও ওভোটরা এদিক দিয়ে একটু ব্যতিক্রম। তারা এখন বাচ্চাদের স্কুলে অঙ্ক ও ভাষা শিক্ষার ক্লাস নেয়।

ক্লাস নেয়ারসময় একাধিকবার একই জিনিস আওড়াতে তাদের কোনো বিরক্তি নেই। তাই কেউ বারবার একই প্রশ্ন করলেও তাকে বিব্রত হতে হয় না। পাইলট প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চারটি রোবট ফিন্যালেন্ডর দক্ষিণাঞ্চলের ট্যাম্পার সিটির একটি প্রাইমারি স্কুলে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ভাষা শেখানোর মেশিনকে হিউম্যানয়েড রোবট এলিয়াসে পরিণত করে চালানো হচ্ছে ভাষা শিক্ষার ক্লাস।

এক ফুট উচ্চতার এ রোবটটি চালানো হয় মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে। রোববটি ২৩ টি ভাষা বুঝতে

পারে।শুধু তাই নয়, বাচ্চাদের একঘেয়েমি দূর করতে সে গ্যাংনাম স্টাইলে নাচতেও পারে। এতে এমন একটি সফটওয়্যার আছে, যা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন বুঝতে সাহায্য করে এবং শিখতে উৎসাহ দেয়। আপাতত রোবটটি শুধু ইংরেজি, ফিনিশ ও জার্মান ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারছে। রোবটটি মানুষের দক্ষতাগুলো চিনতে পারে এবং সেই অনুযায়ী প্রশ্ন সাজিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য সমস্যাগুলো সম্পর্কেও রোবটটি শিক্ষকদের তথ্য দিতে পারে। অঙ্কের রোবটটির নাম ওভোট। এর উচ্চতা ১০ ইঞ্চি।

নীল রঙের প্যাচারমতো দেখতে এ রোবট তৈরি করেছে ফিনিশ এআই রোবটস। মোট তিনটি ও ভোট আগামী এক বছরের জন্য স্কুলটিতে অঙ্ক শেখাবে। অনেক শিক্ষকরাই রোবটটিকে শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখার একটি পদ্দতি হিসেবে দেখছেন। রিকা কলুনসারকা নামে এক শিক্ষিকা বলেন, এলিয়াস, রোবটটি ক্লাসরুমে ভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার একটি মাধ্যম। ক্লাসরুমে রোবটের ব্যবহার এবারই প্রথম নয়।

মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও যুক্তরাষেট্রর স্কুলগুলোয়ও সম্প্রতি রোবটের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। তবে মানুষের চেয়ে দক্ষতা বেশি থাকলেও ক্লাসরুমের শৃঙ্খলা রক্ষা করার বিষয়ে তারা পিছিয়ে আছে। তাই আশা করা হচ্ছে, পরীক্ষামূলকভাবে সামান্য পরিসরে রোবটের ব্যবহার শুরু হলেও শিক্ষকদের চাকরি নিরাপদই থাকবে।

মঙ্গলবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

দক্ষিণ কাশ্মীরে ফের সাফল্য নিরাপত্তা বাহিনীর, শোপিয়ান জেলায় এনকাউন্টারে খতম দু’’জন সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ১১ জুন (হি.স): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার অবনীরা অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু’’জন সন্ত্রাসবাদী। গুলির লড়াই শেষে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম হল, কুলগাম জেলার বাসিন্দা সায়ার আহমেদ ভাট এবং শোপিয়ান জেলার বাসিন্দা শাকির আহমেদ ওয়াগায়। উভয় সন্ত্রাসবাদী আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিল।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের উর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার অবনীরা অঞ্চলে লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সন্দেহজনক ওই স্থানে তল্লাশি অভিযান শুরু করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের নিশানা করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে সন্ত্রাসবাদীরা। এর পরই উভয়পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াই শেষে মঙ্গলবাই সকালে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু’’জন সন্ত্রাসবাদী। পদস্থ ওই পুলিশ কর্তা আরও জানিয়েছেন, সাময়িকের জন্য গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থলে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। কাশ্মীরের আইজিপি এস পি পানি জানিয়েছেন, শোপিয়ান এনকাউন্টারে দু’’জন সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়েছে। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি। মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।

উড়ান দুর্নীতি মামলা : দ্বিতীয় দিন ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন প্রফুল প্যাটেল, চলছে জিজ্ঞাসাবাদ

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.): উড়ান দুর্নীতি মামলায় সোমবারের পর মঙ্গলবার ফের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দফতরে হাজিরা দিলেন প্রাক্তন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা প্রফুল প্যাটেল। মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ খান মার্কেট এলাকায় অবস্থিত ইডি-র দফতরে হাজিরা দেন প্রফুল প্যাটেল। ইডি-র দফতরে হাজিরা দেওয়ার কিছু সময় পরই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন ইডি-র তদন্তকারী অফিসার। এর আগে সোমবারও ইডি-র দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন প্রফুল প্যাটেল। সোমবার দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় প্রফুলকে, পাশাপাশি মঙ্গলবার পুনরায় তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। সেই মতো মঙ্গলবার পুনরায় ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন প্রফুল প্যাটেল। ইডি-র অভিযোগ, কর্পোরেট তদ্বিরকারী দীপক তলোয়ার প্রফুলের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের সদস্য ছিলেন। প্রফুল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালীন একাধিক বিদেশি উড়ান সংস্থার হয়ে তদ্বির করেছিলেন দীপক। তাঁর মধ্যস্থতায় একাধিক চুক্তিও হয়েছিল। যার জেরে এয়ার ইন্ডিয়াকে লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছিল বলে ইডির দাবি। ২০১৭ সালের আগস্টে এই মামলার তদন্ত শুরু করে ইডি। তার পর দীপককে গ্রেফতার করা হয়। ইডির চার্জশিটে নাম রয়েছে দীপকের ছেলে আদিত্যরও। সাম্প্রতিক চার্জশিটে প্রফুল প্যাটেলের নাম রয়েছে।

পরবর্তী অবতারের জন্য যুবরাজকে শুভেচ্ছা শাস্ত্রীর

লন্ডন, ১১ জুন (হি.স.) : সোমবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন যুবরাজ সিং। আর মঙ্গলবার তাঁকে অভিনন্দন জানালেন ভারতীয় দলের কোচ রবি শাস্ত্রী।

মঙ্গলবার ইংল্যাণ্ড থেকে এক ট্যুইট বার্তা যুবরাজকে জুনিয়র হিসেবে অভিহিত করে রবি শাস্ত্রী লেখেন, দুরন্ত ক্রিকেট জীবনের জন্য অভিনন্দন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিনোদন দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। পরবর্তী অবতারের জন্য শুভেচ্ছা রইল।

প্রায় ১৭ বছর দেশের জার্সি গায়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার পর সোমবার অবসরের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন যুবরাজ। দেশের হয়ে খেলেছেন ৩০৪ একদিনের ম্যাচ, ৫৮ টি-২০ এবং ৪০ টেস্ট। ১৪ শতরান এবং ৫২ অর্ধশতরান সহযোগ একদিনের ক্রিকেটে যুবরাজ করেছেন ৮৭০১ রান। গড় ৩৬.৫৫। বোলার হিসেবেও একদিনের ক্রিকেটে নিয়েছেন ১১১ উইকেট।ম

নিখোঁজ বায়ুসেনার এএন-৩২ বিমান : অরুণাচলে খুঁজে পাওয়া গেল এয়ারক্রাফের ধ্বংসাবশেষ

গুয়াহাটি, ১১ জুন (হি.স.): গত ৩ জুন থেকে ১১ জুন, বিগত কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার এএন-৩২ বিমান। অবশেষে নিখোঁজ থাকার ন’’দিনের মাথায় অরুণাচল প্রদেশের লিপো-র উত্তরে খোঁজ মিলল এয়ারক্রাফের বেশ কিছু অংশের। ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিখোঁজ এএন-৩২ বিমানের ধ্বংসাবশেষ ওই গুলি। এই মিশনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টার। গত ৩ জুন দুপুর ১২.২৭

ছয়ের পাতায়

বোমাবাজিতে উত্তপ্ত কাঁকিনাড়া, মৃত ২

কাঁকিনাড়া, ১১ জন (হি. স.) : ভোট পরবর্তী রাজনৈতিক সংঘর্ষে বোমাবাজিতে উত্তপ্ত উত্তর ২৪ পরগনার কাঁকিনাড়া। বোমার আঘাতে মৃত্যু হয় ২ জনের। আশঙ্কাজনক আরও ৩ জন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সোমবার রাতে ভাটপাড়ার বারুইপাড়ায় ব্যাপক বোমাবাজি হয়। সেইসময় বারুইপাড়া এলাকায় পরিবার ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন মহম্মদ মুখতার ও মহম্মদ হালিম। তখন তাঁদের লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। বোমার আঘাতে গুরুতর জখম হন মুক্তার ও হালিম। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মহম্মদ হালিমের (৫৫)। জখম হন আরও ৩ জন। মুক্তার-সহ আহতদের উদ্ধার করে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাতে সেখানেই মৃত্যু হয় মুক্তারের। ঘটনার পর এলাকায় র‌্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স নামানো হয়। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যা নিয়ে গতকালই খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পুলিশের একাংশ ঠিকমতো কাজ করছে না বলে তাঁর কাছে খবর আছে। রাজ্য পুলিশের ডিজিকে এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের পরিবার এই খুনের ঘটনায় একটি এফআইআর দায়ের করেছে। মৃতদের পরিবারের অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই বোমা মেরে খুন করেছে। যদিও এই হামলার সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই বলেই দাবি করেছে বিজেপি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আগামীকাল বসবে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.): ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে সফলতার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল বুধবার। সূত্রের তরফ থেকে মঙ্গলবার এই তথ্য জানা গিয়েছে।

এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। মন্ত্রীদের মন্ত্রী পদে থাকাকালীন সমস্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা তাদের ডেপুটিদের পর্যাপ্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন।

এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের আগামী পাঁচ বছরের কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলেও জানা গিয়েছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্ম পরিকল্পনার বিবরণ দেবেন মন্ত্রীদের।প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিভিন্ন কল্যাণ প্রকল্পের বিষয়ে অবহিত করবেন, এবং জানাবেন কিভাবে সে বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা যায়।গত মোদী সরকারের আমলেও মন্ত্রিসভার বৈঠক নিয়মিত ভাবে হত।

আগামী সপ্তাহে লোকসভা অধিবেশন।এই অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে প্রতিমন্ত্রীরা।

রামমন্দির নির্মান নিয়ে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বারুইপুরে নিখোঁজ বৃদ্ধের মৃত্যু সানস্ট্রোকে, ফেসবুকের মাধ্যমে খোঁজ পেলেন পরিবারের সদস্যরা

বারুইপুর, ১১ জুন (হি.স.): প্রায় দু’’দিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে বছর পঁয়ষট্টির বৃদ্ধকে খুঁজে পেলেন পরিবারের সদস্যরা। তাও আবার সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ফেসবুকের মাধ্যমে। যদিও, প্রচণ্ড গরমে দু’’দিন আগেই শেখ নূর মহম্মদ নামে ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার সকালে বারুইপুর হাসপাতালে এসে দেহ শনাক্ত করেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের বাসিন্দা শেখ নূর মহম্মদ বাড়ি থেকে বেড়িয়েছিলেন বারুইপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু, সেই আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার পথে তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে রাস্তায় পড়ে যান তিনি। পথ চলতি মানুষজন তাকে উদ্ধার করে ভর্তি করেন বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। অসুস্থ ওই ব্যক্তির পরিচয় না পেয়ে স্থানীয় মানুষজনই ওই বৃদ্ধের ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেন।

সোমবার ফেসবুক পোস্টে ওই বৃদ্ধের ছবি দেখতে তাঁর জামাই নিজামুদ্দিন গাজী। জানতে পারেন, তাঁর শ্বশুর বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে রয়েছেন। এরপর মঙ্গলবার সকালে বারুইপুর হাসপাতালে এসে তারা খোঁজখবর শুরু করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানতে পারেন, প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হয়ে দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় পড়েছিলেন তিনি।

পথ চলতি মানুষ তাকে উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানেই মৃত্যু হয় শেখ নূর মহম্মদের। পরিজনরা জানিয়েছেন, মগরাহাট থানা এলাকার উত্তর বিলন্দরপুর এলাকার বাড়ি থেকে রবিবার সকাল ন’টা নাগাদ বেরিয়েছিলেন তিনি। আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার কথা থাকলেও রাত পর্যন্ত তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, পরে থানায় নিখোঁজ ডাইরি করেন পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মৃতদেহ। ঘটনায় অস্বাভাবিক মত্যুর মামলা রুজু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। মৃত্যুর আসল কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

হালকা বৃষ্টিতে স্বস্তি দিল্লিবাসীর, বিকেলের দিকে হতে পারে প্রবল ধূলিঝড়ও

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.): একটানা তাপপ্রবাহ থেকে একটু স্বস্তি পেল দিল্লি। মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাজধানী দিল্লির আকাশ ছিল মেঘলা। সকাল ১১টার পর থেকে একাধিক জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাত শুরু হয়। এদিন বিকেলের দিকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ধূলিঝড়ের পূর্বাভাসও দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দিল্লির আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা চলতি মরশুমের গড় তাপমাত্রার চেয়ে দুই ডিগ্রি বেশি। হাওয়া অফিসের এক কর্তা জানান, ‘সকাল এগারোটার পর থেকে দক্ষিণ দিল্লির গ্রেটার কৈলাশ এলাকা ও শহরের অন্যান্য জায়গায় হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এবং পালামের অবজারভেটরি থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।’

সোমবার ছিল চলতি মাসে রাজধানী দিল্লির উষ্ণতম দিন, ওইদিন পালামে তাপমাত্রার পারদ চড়ে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস স্পর্শ করে। সরকারিভাবে সফদরজং আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, সোমবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মঙ্গলবার বিকেলের দিকে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির অধিকাংশ এলাকায় স্বল্প বৃষ্টি থেকে অতিস্বল্প বৃষ্টিপাতের সঙ্গে প্রবল ধূলিঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

সপ্তদশ লোকসভা প্রোটেম স্পিকার হতে চলেছেন বীরেন্দ্র কুমার

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.): সপ্তদশ লোকসভার প্রোটেম স্পিকার হতে চলেছেন মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ ড় বীরেন্দ্র কুমারঊ মঙ্গলবার সরকারি সূত্রে এমনই জানা গিয়েছেঊ সাত-বারের সাংসদ ৬৫ বছর বয়সি বীরেন্দ্র কুমার মধ্যপ্রদেশের টিকামগড় থেকে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেনঊ প্রোটেম স্পিকার হিসেবে তিনিই নির্বাচিত সাংসদদের শপথবাক্য পাঠ করাবেনঊ এর আগে পূর্বতন মোদী সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ছিলেন বীরেন্দ্র কুমার।

উল্লেখ্য, সপ্তদশ লোকসভার অধিবেশন শুরু হবে আগামী ১৭ জুন থেকেঊ চলবে ২৬ জুলাই পর্যন্তঊ স্পিকার নির্বাচন করা হবে আগামী ১৯ জুনঊ নতুন সরকার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবে আগামী ৫ জুলাইঊ ১৭ জুন থেকে অধিবেশন শুরু হয়ে সেই দিন এবং তার পরের দিন, দু’দিন ধরে চলবে লোকসভার নির্বাচিত সাংসদদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানঊ প্রথম দিন সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

উত্তরপ্রদেশে জমি বিবাদের জেরে আহত ৮ ব্যক্তি

মুজাফরনগর, ১১ জুন (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশে জমি বিবাদের জেরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ঊ উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগরের খুদ্দা গ্রামের এই ঘটনায় আট ব্যক্তি আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগরের খুদ্দা গ্রামে সোমবার দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদ বাঁধে। তার জেরে আহত হয় আট জন ব্যক্তি। পুলিশ স্টেশন ইন-চার্জ এইচ এন সিং জানিয়েছেন, সোমবার জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘিরে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা বাঁধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ২০ জন ব্যক্তিকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার পুলিশ স্টেশন ইন-চার্জ এইচ এন সিং আরও জানিয়েছেন, জমি সংক্রান্ত বিবাদটি তখনই গুরুতর আকার ধারণ করে যখন মুরসালিন কোরেশী এবং খলিল কোরেশী এই বিবাদের মধ্যে ঢোকে। বিবাদটি মুখোমুখি শুরু হলেও পরে তা হাতাহাতিতে গড়িয়ে যায়। ধারালো অস্ত্র ও লাঠি দিয়ে একে অপরকে আঘাত করার ফলেই আটজন ব্যক্তি আহত হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, সংঘর্ষের খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আহতদের নাম, মুরসালিন, মুন্না, বালা, ইফতেখার, খলিল, সোভান, শাকিব এবং ফার্মান।তাদের সকলকেই হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পাটনায় স্বামী-স্ত্রী ও কন্যার রহস্যজনক মৃত্যু, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

পাটনা, ১১ জুন (হি.স.): বিহারের রাজধানী পাটনায় রহস্যজনক মৃত্যু হল স্বামী-স্ত্রী এবং তাঁদের কন্যারঊ পাটনার কিদওয়াইপুরী এলাকার ঘটনাঊ বৃহস্পতিবার কিদওয়াইপুরী এলাকায় অবস্থিত ৪৬ নম্বর বাড়ি থেকে স্বামী-স্ত্রী ও কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশঊ নিহতদের নাম হল, পেশায় ব্যবসায়ী নীতিন সাররাফ এবং তাঁর স্ত্রী অলকা সাররাফঊ কন্যার নাম ও পরিচয় জানা যায়নিঊ এছাড়াও গুরুতর আহত অবস্থায় নীতিনবাবুর ছেলেকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ মামলা রুজু করে রহস্যজনক এই মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, পেশায় ব্যবসায়ী নীতিন সাররাফ পাটনা শহরে বেশ কয়েকটি জামা-কাপড়ের দোকান কিনেছিলেনঊ পাটনার কিদওয়াইপুরী এলাকায় অবস্থিত ৪৬ নম্বর বাড়িতে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েকে নিয়ে থাকতেন তিনিঊ বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকেই নীতিন, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশঊ কি কারণে নৃশংস এই হত্যাকাণ্ড, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশঊ প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, ব্যবসা সংক্রান্ত হিংসার কারণেই সম্ভবত এই হত্যাকাণ্ড।

মধ্য কাশ্মীরে দুঃসংবাদ, নির্মীয়মান বহুতল থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু ব্যক্তিব

শ্রীনগর, ১১ জুন (হি.স.): মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলায় নির্মীয়মান বহুতল থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারালেন বছর ৫০-এর একজন ব্যক্তিঊ মৃতের নাম হল, জাফরউল্লাহ ভাট (৫০)ঊ তাঁর বাড়ি গান্ডেরবাল জেলার টুলুমুল্লা এলাকায়ঊ তিনি সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ দফতরের কর্মী ছিলেনঊ মঙ্গলবার টুলুমুল্লা এলাকায় নির্মীয়মান বাড়ি থেকে অসাবধানবশত পড়ে যান বছর ৫০-এর ওই ব্যক্তিঊ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেনঊ মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার টুলুমুল্লা এলাকার বাসিন্দা জাফরউল্লাহ সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ দফতরে সুপারভাইজার পদের দায়িত্ব ছিলেনঊ মঙ্গলবার নির্মীয়মান বহুতলের দোতলা থেকে মাটিতে পড়ে যান তিনিঊ মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনিঊ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা মৃত বলে ঘোষণা করেনঊ মামলা রুজু করে মর্মান্তিক এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাজধানী সংলগ্ন নদী এলাকাগুলিতে চলছে ক্রমাগত পাড় বাধন। সারাইয়ের কোনও উদ্যোগ নেই। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যে ঘোষিত প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পাদনের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ঘোষিত প্রকল্পের কতটা প্রগতি হয়েছে তার খোঁজখবর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। প্রাণীসম্পদ ও বিকাশ, পরিবহণ, পূর্ত, খাদ্য এবং শিক্ষা দফতরের বিশেষ প্রকল্পের খোঁজ নিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ মহাকরণে পরিকল্পনা দফতরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের পাঁচ হাজার পরিবারে দশ হাজার গাভী দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা দ্রুত ও সঠিকভাবে রূপায়ণ করতে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরকে বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে। ভালো ও উন্নতজাতের গাভী দেশের কোন রাজ্যে পাওয়া যায় তা চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গাভী বিতরণের কাজ শুরু করতে হবে। তাঁর কথায়, প্রাণীসম্পদ ও বিকাশ দফতরের আধিকারিক এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি টিম গঠন করে দেশের বিভিন্ন ডেয়ারি সোসাইটিগুলির সঙ্গে প্রয়োজনে কথা বলতে হবে।

সভায় প্রাণীসম্পদ ও বিকাশ দফতরের অধিকর্তা দিলীপকুমার চাকমা জানান, রাজ্যে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চিফ মিনিস্টার দুগ্ধ স্বয়ম্ভর প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পাঁচ হাজার পরিবারে দশ হাজার গাভী প্রদান করা হবে। নাবার্ড-এর মাধ্যমে ভরতুকিতে ঋণের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি আরও জানান, প্রতিটি পরিবারে দুটি গাভী প্রদান করতে ব্যয় হবে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

এ-প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাণীসম্পদ ও বিকাশ দফতরের আধিকারিকদের এলাকা নির্ধারণ করে গাভী প্রদানের দায়িত্ব নিতে হবে। প্রকল্পটির রূপায়ণ যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের জলপথ সংযোগের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পরিবহণ দফতরের সচিব এল ডার্লং জানান, বাংলাদেশের সঙ্গে জলপথের সম্ভাবনা ও হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভের জন্য গঠিত জয়েন্ট টেকনিক্যাল কমিটি গত মার্চ মাসের ১২ এবং ১৩ তারিখ সোনামুড়া পরিদর্শন করে গেছেন। জয়েন্ট টেকনিক্যাল কমিটির রিপোর্ট অনুসারে গোমতি নদীতে মোট ১৮ কিলোমিটার ড্রেজিং করতে হবে। এর মধ্যে ১৫ কিলোমিটার ড্রেজিং করতে হবে বাংলাদেশের দিকে এবং ৩ কিলোমিটার ভারতের অংশে। ড্রেজিং করতে যে টাকা ব্যয় হবে তা ভারত সরকারের পক্ষ থেকেই বহন করা হবে বলে পরিবহণ দফতরের সচিব সভায় মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। বাংলাদেশের সঙ্গে জলপথের কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য জয়েন্ট টেকনিক্যাল কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পরিবহণ সচিবকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

ত্রিপুরায় বিভিন্ন জাতীয় সড়কের নির্মাণ ও সংস্কারের অগ্রগতির বিষয়ে জাতীয় সড়কের আগরতলা সার্কলের সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে কুমারঘাট-কৈলাসহর (২৪ কিমি), কৈলাসহর-খোয়াই-তেলিয়ামুড়া (১১৩.২৫ কিমি), তেলিয়ামুড়া-অমরপুর-সাব্রুম (১২৭ কিমি), মনু-শিমলুং (১৩৪ কিমি), জোলাইবাড়ি-বিলোনিয়া (২২.৯১ কিমি), খোয়াই-আগরতলা (৫৫ কিমি) এবং কৈলাসহর-কুর্তি (৪৫ কিমি) এই জাতীয় সড়কগুলির নির্মাণ ও সংস্কারের কাজের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি কাজ সম্পূর্ণ করার সময় নির্ধারণ করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় খাদ্য দফতরের সচিব দেবাশিস বসু জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে কৃষকদের কাছ থেকে মোট ৩০ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে খারিফ ধান ক্রয় করা হবে ২০ হাজার মেট্রিকটন এবং রবি ধান ক্রয় করা হবে ১০ হাজার মেট্রিকটন। আগামী জুলাই মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে রবি মরশুমের ধান ক্রয় করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে খাদ্য দফতরের সচিব সভায় জানান। সভায় শিক্ষা দফতরের 'নতুন দিশা' প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন শিক্ষা দফতরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা। রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলিতে আর্ট ও ডান্সের শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সভার গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় এছাড়াও স্বাস্থ্য দফতর, উপজাতি কল্যাণ দফতর এবং আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনের বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধানসচিব কুমার অলক, রাজস্ব দফতরের প্রধানসচিব বরুণকুমার সাহু, নগরোন্নয়ন দফতরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে, আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ড় শৈলেশকুমার যাদব, নগরোন্নয়ন দফতরের অধিকর্তা ড় মিলিন্দ রামটেকে এবং বিভিন্ন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ধ্বংসাবশেষ

পাচের পাতার পর

মিনিটে অসমের যোরহাট থেকে উড়েছিল বায়ুসেনার এএন-৩২ বিমানটি। বেলা একটার পর থেকে এয়ার ট্রাফিক কন্টোলের সঙ্গে বিমানটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অরুণাচলে চিন সীমান্তের কাছে নিখোঁজ হয়ে যায় এএন-৩২ বিমান। বিমানে ছিলেন পাইলট, সহকারী পাইলট-সহ আট জন বিমানকর্মী ও বায়ুসেনার আরও পাঁচ জন কর্মী। সময় যত বাড়ছে, উৎকণ্ঠাও ততই বেড়েছে। অবশেষে নিখোঁজ থাকার ন"দিনের মাথায় অরুণাচল প্রদেশের লিপো-র উত্তরে খোঁজ মিলল এয়ারক্রাফের বেশ কিছু অংশের।

জরুরী পরিষেবা

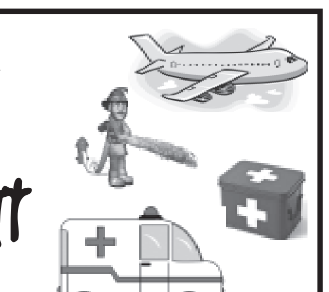

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিষাক্ত চা : উত্তর কাশ্মীরে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিতাধীন পাঁচজন

শ্রীনগর, ১১ জুন (হি.স.): উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় বিষাক্ত চা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন একই পরিবারের তিনজন সদস্য-সহ মোট পাঁচজনউ প্রত্যেকেই গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ বারামুল্লা জেলার কুনজের এলাকার ঘটনাউ ঘটনাটি ঘটেছিল গত রবিবার, প্রকাশ্যে এসেছে মঙ্গলবারউ মঙ্গলবার স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) বশরত আহমেদ জানিয়েছেন, গত রবিবার ৮০ বছর বয়সি একজন বৃদ্ধা তাঁর স্বামী, ছেলে এবং দু'জন প্রতিবেশীর জন্য চা তৈরি করেছিলেনউ ওই বৃদ্ধা-সহ পাঁচজনই ওই বিষাক্ত চা খান।

এসএইচও জানিয়েছেন, চা খাওয়ার পরই পাঁচজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েনউ তড়িঘড়ি তাঁদের উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়উ শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে সেখান থেকে তাঁদের জেভিসি বেমিনা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছেউ যে পাঁচজন হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন, তাঁদের নাম হল-আব্দুল গনি সোফি, তাঁর স্ত্রী সাজা এবং তাঁদের ছেলে ফারুক আহমেদ সোফি, প্রতিবেশী গুলাম কাদির ওয়াজা এবং গুলাম মহম্মদ ওয়ানি।

জঙ্গিদের খোঁজে কাশ্মীরের সোপোরে তল্লাশি নিরাপত্তা বাহিনীর

বারামুল্লা, ১১ জুন (হি.স.) : জঙ্গিদের খোঁজে উত্তর কাশ্মীরের সোপোরে তল্লাশি অভিযান চালালো নিরাপত্তা বাহিনী।

গোপন সূত্র থেকে জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে সোপোরের ওডারা পায়েনে তল্লাশি অভিযান চালায় ২২ নম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ, সিআরপিএফের জওয়ানদের নিয়ে গঠিত যৌথবাহিনী। গোটা এলাকাটি ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালায় জওয়ানরা। কোনও রকম গুজব যাতে কেউ ছড়াতে না পারে তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবা। তল্লাশি চলাকালীন যাতে কেউ এলাকা ছেড়ে বেরোতে না পারে, তার জন্য সোপোরের ওডারা পায়েনের ঢোকার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অভিযান এখনও চলছে বলে জানা গিয়েছে।

জারি সর্তকতা

তিনের পাতার পর

উপর রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। আগামী ১২ ও ১৩ জুন গুজরাট উপকূলেও মত্যজীবীদের জন্য একই বার্তা দেওয়া হয়েছে।

বারুইপুরের বাসিন্দা

তিনের পাতার পর

নিয়ে যান সেটিকে। সেখানেই চিকিৎসার পর ভামটিকে একটি নিরাপদ স্থানে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে বন দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

সোমবার সকালে কুকুরের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় কাশীনাথ বাবুর। বাইরে বেরিয়ে দেখেন রাস্তার পাশে একটি ভাম বিড়াল যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আর পাড়ার কুকুর গুলো সেটিকে কামড়ানোর চেষ্টা করছে। বুঝতে পারেন রাতে আমগাছে আম খেতে গিয়ে কোনভাবে পড়ে যায় ভাম বিড়ালটি। কুকুরগুলিকে তাড়িয়ে ভামটিকে উদ্ধার করে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন। এরপর স্থানীয় বন্যপ্রান প্রেমী দেবমাল্য চট্টোপাধ্যায় নামক যুবককে খবর দিলে সে এসে ভামটির প্রাথমিক চিকিৎসা করে। প্রাথমিক ভাবে বোঝা যায় ভামটির পিছনের পায়ে গুরুতর চোট লেগেছে আর সেই কারণেই সেটি পালাতে না পেরে রাস্তার ধারে বসে ছিল। দেবমাল্যই খবর দেন বন দফতরকে। এরপর বনকর্মীরা এসে সেটিকে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য।

চরম রক্ত সংকট

আটের পাতার পর

পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের মানবতাবাদী, সমাজসেবী সহ সকল অংশের মানুষকে রক্তদানে এগিয়ে আসা এই মুহূর্তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় অকালে রক্তের অভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হতে পারে কোন না কোনও অসহায় ব্যক্তিকে।

অবস্থান-বিক্ষোভ

আটের পাতার পর

কথা বলতে এদিন সকালেই হাসপাতালে আসেন স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা প্রদীপ মিত্রউ ডাক্তারদের অবস্থান তুলে নেওয়ার আবেদন জানান তিনিউ কিন্তু, চিকিতকরা জানিয়েছেন, রোগীর মৃত্যু হলেই চিকিতায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ডাক্তারদের মারধর করা হয়উ প্রতিবারই এমন ঘটছেউ তাই নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে অবস্থান চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

রাখলেন মিরায়া

আটের পাতার পর

ও মিরায়া, এই দুই মেয়েকে নিয়েই শুরু হল এযার নতুন জীবন

ছোট্ট ফতেহবীর সিং

আটের পাতার পর

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ফতেহবীরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

গত বৃহস্পতিবার (৬ জুন) বিকেলে বাড়ির কাছেই শেরণ-সুমন রোডের ধারে কৃষিজমিতে খেলা করার সময় আচমকাই ১৫০ ফুটের গভীর গর্তের ভিতরে পড়ে যায় ছোট্ট ফতেহবীর। দীর্ঘদিন ধরে ওই কুয়ো ব্যবহার করা হত না। গরমের তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করেও পুলিশ, এনডিআরএফ বাহিনী, গ্রামবাসীরা এবং বেশ কিছু ভলিন্টিয়াররা ৬ জুন থেকে লাগাতার ওই শিশুর খোঁজে লেগেছিল। শেষমেশ ১০৯ ঘন্টা পর সাফল্য পায় উদ্ধারকারী দল। মঙ্গলবার সকালে ফতেহবীরকে উদ্ধার করার পর স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, উদ্ধারকারী দলের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল ছোট্ট ফতেহবীর।

উমরাংসোয় পুলিশের জালে আলোচনা-বিরোধী কেপিএলটি-র পাঁচ জঙ্গি, উদ্ধার অস্ত্রশস্ত্র

হাফলং (অসম), ১১ জুন (হি.স.) : কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাও পুলিশের জালে পড়ে আলোচনা বিরোধী কেপিএলটি জঙ্গি সংগঠনের পাঁচ দুর্ধর্ষ ক্যাডার। সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পরিমাণের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ। ধৃত পাঁচ জঙ্গি সদস্য গন্ডার হত্যার সঙ্গে জড়িত বলে জানা গিয়েছে। টানা ১৫ দিন ধরে অভিযান চালানোর পর অবশেষে ডিমা হাসাও ও কার্বি-আংলং জেলার সীমান্তবর্তী উমরাংসো এলাকা থেকে এদের আটক করেছে দুই জেলার পুলিশ। ধৃতদের জঙ্গি সংগঠন কেপিএলটি-র স্বঘোষিত প্রধান সেনাধ্যক্ষ রিতেশ তেরন, সচিব মেনসিং তকবি, মেনসং ক্রামসা, বিস্তার হানসে, হেডসিং ফাংচু, জিতেন ক্রো এবং হারসিং রংহি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

সেন্ট্রাল রেঞ্জের ডিআইজি দীলিপকুমার দে মঙ্গলবার এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, বিশেষ সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে এক অভিযান চালিয়ে গতকাল কারবি আংলং ও ডিমা হাসাও পুলিশ দুই জেলার সীমান্তবর্তী উমরাংসো থেকে পাঁচ জঙ্গি সদস্য কেপিএলটি-র স্বঘোষিত প্রধান সেনাধ্যক্ষ রিতেশ তেরন, সচিব মেনসিং তকবি, মেনসং ক্রামসা, বিস্তার হানসে, হেডসিং ফাংচু, জিতেন ক্রো এবং হারসিং রংহিকে আটক করা হয়েছে। ডিআইজি জানান, বিগত কিছুদিন থেকে আলোচনা বিরোধী কেপিএলটি জঙ্গি সংগঠনের একাংশ সদস্য কারবি আংলং, ডিমা হাসাও জেলার উমরাংসো, হোজাই, গোলাঘাটে অর্থ দাবি ও অপহরণের মতো ঘটনা সংঘটিত করে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে রেখেছিল। ধৃত জঙ্গি সদস্যরা গণ্ডার হত্যার সঙ্গেও জড়িত। বর্তমানে এঁরা কারবি আংলং পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

ধৃত পাঁচ জঙ্গি সদস্যের কাছ থেকে পুলিশ বিভিন্ন ধরনের ম্যাগজিন, চারটি পিস্তল, প্রচুর সংখ্যায় সক্রিয় গুলি, মোবাইল হ্যান্ডসেট, সিমকার্ড, অর্থের দাবিপত্র, রসিদ বই উদ্ধার করেছে বলে জানান ডিআইজি দীলিপকুমার দে।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে বকোলিয়াঘাটে এক অপহরণ কাণ্ডের পরই জঙ্গি সংগঠনটির বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে সেনা ও পুলিশ। যার দরুন সেনা ও পুলিশ ওই অপহরণ কাণ্ডে জড়িত দুই জঙ্গিকে গ্রেফতারের পাশাপাশি অপহৃতকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

নেপালে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা : মৃত্যু দু'জন ভারতীয় পুন্যার্থীর, আহত ২১ জন

কাঠমাণ্ডু, ১১ জুন (হি.স.): নেপালের রৌতহট জেলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ভারতীয় পুন্যার্থীবোঝাই একটি বাসউ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দু'জন ভারতীয় পুন্যার্থী, এছাড়াও কমপক্ষে ২১ জন গুরুতর আহত হয়েছেনউ সোমবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রৌতহট জেলার চন্দ্রপুরে পূর্ব-পশ্চিম হাইওয়েতেউ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে মোট ৬০ জন ভারতীয় পুন্যার্থী ছিলেনউ পুলিশ সূত্রের খবর, প্রাণ হারিয়েছেন দু'জনউ গুরুতর আহত অবস্থায় ২১ জন পুন্যার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ দুর্ঘটনার পর থেকেই পলাতক বাসের চালকউ

ভারত থেকে নেপালে বেড়াতে গিয়েছিলেন ৬০ জন পুন্যার্থীউ সোমবার রাতে বাসে চেপে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তাঁরাউ রৌতহট জেলার চন্দ্রপুরে পূর্ব-পশ্চিম হাইওয়েতে পুন্যার্থীবোঝাই বাসটিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি ট্রাকউ দুর্ঘটনার সময় ওই বাসটিতে মোট ৬০ জন ভারতীয় পুন্যার্থী ছিলেনউ তাঁদের মধ্যে দু'জন ভারতীয় পুন্যার্থীর মৃত্যু হয়েছেউ এছাড়াও ২১ জন গুরুতর আহত হয়েছেনউ পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর থেকেই পলাতক বাসের চালকউ স্থানীয় হাসপাতালে আহতদের চিকিতা চলছে

শুরু করেছে পুলিশ

তিনের পাতার পর

খবর দেয় কাঁকসা থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পরিবারের অভিযোগ, "সাহিদা বিবির স্বামী সেখ নাসির ভোরবেলায় এসে বাড়ির বাইরে খুন করে জ্বালিয়ে দিয়েছে।' গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

ধাওয়া খেলেন বনকর্মীরা

● প্রথম পাতার পর

দফতরের কর্মীরা আক্রমণের শিকার হচ্ছেন ।

বিশালগড়ের চড়িলাম বন দফতরের কর্মীরা গোপন খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার প্রমোদনগরের ঘন জঙ্গলে অভিযান চালাতে গিয়ে রীতিমতো তাড়া খেয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন । সেখানকার জঙ্গলে ছোট আকারের কাঠের মিল বসিয়ে কাঠ চেরাই করা হত । বিভাগীয় কর্মীরা সেখানে হানা দিলে বনদস্যুরা কিছু লোকজন নিয়ে বন দফতরের কর্মীদের উপর আক্রমণ করে । অবস্থা বেগতিক দেখে বনদফতরের কর্মীরা কোনওক্রমে বেআইনি কাঠের মিলের যন্ত্রপাতি উদ্ধার করে নিয়ে চলে আসেন । এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন বনকর্মী রাজু দেব । গত ৩ মাসে চড়িলাম বন দফতরের অধীনে ১৫ লক্ষ টাকার অবৈধ বনজ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে ।

বন দফতরের কর্মকর্তারা জানান বনদস্যুদের এধরনের অপপ্রয়াস ব্যর্থ করতে বন দফতরের কর্মীদের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে । উল্লেখ্য, রাজ্যের বনাঞ্চল থেকে মূল্যবান বনজসম্পদ ধ্বংস করে বনদস্যুরা প্রতিনিয়ত পাচার করে চলেছে।

২টি গাড়ি

● প্রথম পাতার পর

বেঁচেছেন। পুলিশ আরও জানিয়েছে, চালক ও সহ চালক কদমতলার বাসিন্দা।

অন্য আরেকটি ঘটনায় মঙ্গলবার ভোররাতে তেলবাহি ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় তেলিয়ামুড়া থানার ২টি গাড়ি দুমরে মুচড়ে গিয়েছে। ওই ঘটনায় থানার গাড়ি চালক অল্পেতে বেঁচেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, টিআর ০১ কে ১৫৩৬ নম্বরের তেলবাহি ট্যাঙ্কারটি আগরতলা থেকে আমবাসা যাওয়ার পথে তেলিয়ামুড়া থানার সামনে প্রচন্ড গতিতে থানার দুটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। তাতে দুটি গাড়ি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ ট্যাঙ্কারের চালক ও সহ চালককে গ্রেপ্তার করেছে।

গ্রেফতার এক

● প্রথম পাতার পর

ইয়াবা, ১১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮৫০ টাকা নগদ ভারতীয় রুপি এবং ৫,৭৩০ বাংলাদেশি টাকা, দুটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট উদ্ধার হয়েছে।

বিএফএফ প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, ছয়টি ড্রামে মোট ২৬২ কেজি গাঁজা ছিল। এগুলির সাম্প্রতিক বাজারমূল্য ১৩,১০,০০০ টাকা। ইয়াবার মূল্য ৫,৮৫,৫০০ টাকা। মোবাইল দুটির মূল্য ১০,৫০০ টাকা। উদ্ধারকৃত সামগ্রীগুলির মোট মূল্য ৩০,৮১,৮৫০ টাকা। এই হিসাবের বাইরে বাংলাদেশি ৫,৭৩০ টাকা রয়েছে।

এদিকে যৌথ বাহিনীর অভিযানের আঁচ করতে গিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল রমিজ মিঞা। আত্মগোপন করে থাকা অবস্থায় তাকে আটক করে যোথ বাহিনী। উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রী-সহ রমিজ মিঞাকে কলমচৌড়া থানায় নিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদক বিরোধী আইন (এনডিপিএস)-এর ধারা বলে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

আজকের অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিএসএফ-এর অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট কেএল ভর্মা, এসআই নবীন কুমার এবং ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষে সোনামুড়ার এসডিপিও সৌভিক দেব, কলমচৌড়া থানার ওসি রাজীব সাহা-সহ বিশাল সংখ্যক পুলিশ ও সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ান।

সংগ্রহ শুরু

● প্রথম পাতার পর

পুর কমিশনার আজ সাফ বুঝিয়ে দেন, পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য আলাদাভাবে সংগ্রহ করতে হবে। পুরবাসীদের সে বিষয়ে সঠিক ধারণা দিতে হবে। তিনি বলেন, সঠিক পদ্ধতি মেনে আবর্জনা সংগ্রহ করলে তবেই এই উদ্যোগ সফলতা পাবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আগরতলা শহরকে স্বচ্ছ করে তুলবে।

৩০ জুন থেকে ফের শুরু মন কি বাত

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (হি.স.) : আগামী ৩০ জুন থেকে রেডিওতে ফের সম্প্রচারিত হতে মন কি বাত। মঙ্গলবার প্রশাসনের তরফে এমনই জানানো হয়েছে।

ট্যুইট বার্তায় মাইগভইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে যে, দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করার পর ফের শুরু হতে চলেছে মন কি বাত অনুষ্ঠান। পাশাপাশি পরামর্শ এবং ধারণা দিয়ে এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য জনগণের কাছে আহবান জানানো হয়। অল ইণ্ডিয়ার রেডিওর তরফে এই এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত করা হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান করা হয় যে, এই অনুষ্ঠানকে নিয়ে জনগণ মতামত, পরামর্শ জানতে চান প্রধানমন্ত্রী। এর জন্য ১১ থেকে ২৬ জুন যাবতীয় পরামর্শ জনগণের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে চলতি বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি শেষবার মন কি বাত সম্প্রচারিত হয়। প্রথম পর্বের মন কি বাতের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী বিষয়টিকে অনবদ্য অভিজ্ঞতা বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

তিনসুকিয়ায় আলফা (স্বা)-এর লিঙ্কম্যান আটক, বাজেয়াপ্ত বিস্ফোরক

তিনসুকিয়া (অসম), ১১ জুন (হি.স.) : যৌথ বাহিনীর অভিযানে তিনসুকিয়া জেলায় গতকাল রাতে আটক করা হয়েছে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী, অসম (আলফা-স্বাধীন)-এর এক লিঙ্কম্যানকে। তার হেফাজত থেকে বহু বিস্ফোরক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, জানিয়েছে জেলা পুলিশ। আটক উগ্রপন্থী লিঙ্কম্যানকে টঙনা থানার অন্তর্গত চেঙাপথার গ্রামের জনৈক ভঙ্গেশ্বর নেওগের বছর ২৬-এর ছেলে রিদিপ নেওগ ওরফে রণ্টু বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

তিনসুকিয়া জেলা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, জেলার চেঙাপথার গ্রামে আইইডি বিস্ফোরক নিয়ে আলফা-স্বাধীনের এক লিঙ্কম্যান বসবাস করেছে বলে এক খবর পাওয়া গিয়েছিল। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত ওই খবরের ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত বাহিনী (সিআরপিএফ)-এর ৬৮ নম্বর ব্যাটালিয়ন, তিনসুকিয়া জেলার ১ নম্বর সেনা শিবিরের কোব্রা ২১০ নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং ২৩ নম্বর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সহযোগিতায় এই যৌথ অভিযান চালিয়ে রিদিপ নেওগকে আটক করা হয়েছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, 'সন্দেহের বশে রিদিপের বাড়িতে তালাশি অভিযান চালানো হয়েছিল। সময় তখন প্রায় ৭.৪৫ মিনিট। তালাশি চালিয়ে তার ঘর থেকে ২৫০ গ্রাম ওজনের দুটি পিইকে স্টিক, দুই তার সংযুক্ত ইলেকট্রনিক ডিটনেটর, এটি ১২ ভি-৫এ ব্যাটারি এবং চারটি মোবাইল হ্যান্ডসেট উদ্ধার করা হয়েছে।'

নেপালে বাসে ধাক্কা ট্রাকের মৃত্যু দু'জন ভারতীয় পুন্যার্থীর, আহত ২১ জন

কাঠমাণ্ডু, ১১ জুন (হি.স.): নেপালের রৌতহট জেলায় ভারতীয় পুন্যার্থীবোঝাই বাসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল একটি ট্রাকউ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দু'জন ভারতীয় পুন্যার্থী, এছাড়াও কমপক্ষে ২১ জন গুরুতর আহত হয়েছেনউ সোমবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রৌতহট জেলার চন্দ্রপুরে পূর্ব-পশ্চিম হাইওয়েতে, পাইরাউ জঙ্গল এলাকায়উ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি মোট ৬০ জন ভারতীয় পুন্যার্থী ছিলেনউ পুলিশ সূত্রের খবর, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জন পুন্যার্থীরউ গুরুতর আহত অবস্থায় ২১ জন পুন্যার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ দুর্ঘটনার পর থেকেই পলাতক বাসের চালকউ

রৌতহট জেলা পুলিশ অফিস থেকে ডেপুটি পুলিশ সুপার নবীন কার্কি জানিয়েছেন, ভারত থেকে নেপালে বেড়াতে গিয়েছিলেন ৬০ জন পুন্যার্থীউ সোমবার রাতে বাসে চেপে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তাঁরাউ রৌতহট জেলার চন্দ্রপুরে পূর্ব-পশ্চিম হাইওয়েতে পুন্যার্থীবোঝাই বাসটিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি ট্রাকউ দুর্ঘটনার সময় ওই বাসটিতে মোট ৬০ জন ভারতীয় পুন্যার্থী ছিলেনউ তাঁদের মধ্যে দু'জন ভারতীয় পুন্যার্থীর মৃত্যু হয়েছেউ এছাড়াও ২১ জন গুরুতর আহত হয়েছেনউ পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর থেকেই পলাতক বাসের চালকউ স্থানীয় হাসপাতালে আহতদের চিকিতা চলছেউ পুলিশ সূত্রের খবর, মৃতদের নাম হল-বিজয় কুমার জেনা (৫২) এবং চরণ বিশাল (৫৪)উ উভয়ের বাড়ি ওডিশায়উ আহত হয়েছেন ২১ জন, তাঁদের মধ্যে সর্বেশ্বর জেনা (৫৫), শেষাদেব জেনা (৫৩) এবং করুণা কার্জুনা অবস্থি (৬৩) নামে তিনজন পুন্যার্থীর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।

গুয়াহাটিতে ফের স্মৃতি, পর্যালোচনা করলেন সরকারি প্রকল্পের

গুয়াহাটি, ১১ জুন (হি.স.) : মোদীর দ্বিতীয় ইনিংসের মন্ত্রিসভায় শপথ নিয়েই গুয়াহাটি এসেছিলেন। এখানে দেবী কামাখ্যা এবং বগলা মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার ফের এসেছেন। আজ এসেছেন সরকারি কাজে। তিনি কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশুকল্যাণ তথা বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানি।

আজ সকালে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বিমানবন্দরে অবতরণ করে সোজা আসেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের সরকারি আবাস ব্রহ্মপুত্র অতিথিশালায়। এখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রী এবং সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিক। ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর আইন উপদেষ্টা শান্তনু ভরালি-সহ বেশ কয়েকজন। এখানে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যরা ফুলাম গামোছা ও ফুলের তোড়া দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালের পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিকে নিয়ে দিল্লি অনুমোদিত বিভিন্ন জনমুখি প্রকল্পের পর্যালোচনা বৈঠকে রাজ্যের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী প্রমীলারানি ব্রহ্ম এবং হস্ততাঁত ও বস্ত্রমন্ত্রী রঞ্জিত দত্ত ছিলেন। বৈঠকে অসমে রূপায়িত কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'পোশান অভিযান'-এর অগ্রগতি সম্পর্কেও পর্যালোচনা করেছেন স্মৃতি।

কেরল এক্সপ্রেসে মৃত ৪ প্রবীণ নাগরিক

ঝাঁসি, ১১ জুন (হি. স.) : মঙ্গলবার ঝাঁসিতে চলন্ত কেরল এক্সপ্রেসে মারা গেলেন তামিলনাড়ুর ৪ প্রবীণ নাগরিক। চারজনের মধ্যে এক মহিলা ও তিনজন পুরুষ ছিলেন। প্রত্যেকেরই বয়স আনুমানিক ৭০ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে বলে জানিয়েছে রেল পুলিশ। যদিও মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ।

এ ব্যাপারে এদিন ঝাঁসি রেল পুলিশের পিআরও মনোজ কুমার সিং বলেছেন, 'চলন্ত ট্রেনের মধ্যে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ায় সহযাত্রীরা খবর দিলে ট্রেনে একটি ডাক্তারের দল পাঠানো হয় এবং অসুস্থ চারজনকেই ঝাঁসি স্টেশনে নামিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃদ্ধা সহ তিনজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। এক বৃদ্ধ চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে মারা যান। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।'

পুলিশ সূত্রের খবর, তামিলনাড়ুর ওই চার প্রবীণ নাগরিকের প্রত্যেকেই কোয়েম্বাটুর যাচ্ছিলেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে না পুলিশ। যদিও প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, শারীরিক অসুস্থতা থেকেই মৃত্যু ঘটেছে।

সৌরভ গাঙ্গুলী করলেন এই খেলোয়াড়কে তিরস্কার

বিশ্বকাপ ২০১৯ শুরু হয়ে গিয়েছে। এবারের বিশ্বকাপ ইংল্যান্ড আর ওয়েলসের মাঠে খেলা হচ্ছে। এই বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ ১৪জুলাই লর্ডসের ঐতিহাসিক মাঠে খেলা হবে। অস্ট্রেলিয়া দলকে ভারতীয় দল গতকাল ৩৬ রানে হারিয়ে এই বিশ্বকাপে লাগাতার দ্বিতীয় জয় হাসিল করেছে। যারপর ভারতীয় দলের প্রাক্তণ অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী এক তারকা ক্রিকেটারকে জবাব দিয়েছেন।ভারতীয় দল সহজেই জেতে ম্যাচএই বিশ্বকাপের ১৪তম ম্যাচে ভারত আর অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি হয়েছিল। ভারতীয় দল টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। যা ভারতীয় ওপেনাররা সঠিক প্রমান করে দিয়েছে। ভারতের তরফে শিখর ধবন ১১৭ রান আর বিরাট কোহলি ৮২ রান করেন।যার সাহায্যে ভারতীয় দল ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৫২ রান করে। এই লক্ষ্য তাড়া করতে নামা অস্ট্রেলিয়ার দলের হয়ে ডেভিড ওয়ার্নার ৫৬ রান, স্টিভ স্মিথ ৬৯ রান আর অ্যালেক্স কেরি ৫৫ রান করেন, কিন্তু টা সত্ত্বেও তারা এই ম্যাচ ৩৬ রানে হেরে যায়। এই ম্যাচে শিখর ধবনকে ম্যান অফ দ্যা নির্বাচিত করা হয়।ইকেল ভনকে জবাব দিলেন সৌরভ গাঙ্গুলীভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩৬ রানে জয় হাসিল করার পর ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক আর কমেন্টেটর সৌরভ গাঙ্গুলী মাইকেল ভনকে জবাব দিয়ে একটি টুইট করেছেন আর লিখেছেন,'টুইটে ওনার কমেন্ট ঠিক তেমনই হয় যেমন তার ব্যাটিং ছিল। একদম আধারহীন আর নতুন বিচারের অভাবে ভরা। সম্ভবত তিনি এমন টুইট সকলের ধ্যান পাওয়ার জন্য করেন. নেগেটিভভাবে'।সৌরভ গাঙ্গুলী সবসময়ই নিজের বিরোধীদের মজার ঢঙে জবাব দিয়ে এসেছেন। দাদা এর আগেও বেশ কিছু বিপক্ষকে এইভাবেই জবাব দিয়ে মুখ বন্ধ করেছেন.কেনো মাইকেল ভনের উপর ক্ষুব্ধ সৌরভ গাঙ্গুলীআসলে আইসিসি বিরাট কোহলির প্রশংসা করেছিল। যেখানে আইসিসি বিরাট কোহলিকে কিং বলেছিল। যা নিয়ে মাইকেল ভন ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন আর আইসিসির উপর অভিযোগ করে বলেছিলেন যে আইসিসি স্রেফ বিরাট কোহলির প্রশংসা করে। যার জবাব আইসিসি মাইকেল ভনকে পরের টুইটে দিয়েছিল।

দর্শকদের তরফে স্মিথের কাছে ক্ষমা চাইলেন কোহলি, কেন জানেন?

গতবছর ফুটবল বিশ্বকাপে চোট পাওয়া উরুগুয়ের এডিনসন কাভানিকে পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো কীভাবে মাঠের বাইরে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন মনে আছে? খেলার মাঠ বদলেছে, কিন্তু স্পোর্টসম্যান স্পিরিটটা একইরকম আছে। রবিবার ক্রিকেট বিশ্বকাপে এমনই এক ঘটনার সাক্ষী রইলেন দর্শকরা। ওভালের বাইশ গজে ব্যাট হাতে আরও একবার ভারতীয় সমর্থকদের মন ভরান বিরাট কোহলি। কিন্তু তাঁর খেলোয়াড়ি আচরণ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ভক্তদেরও মন জিতে নিলেন তিনি।বল বিকৃতির অভিযোগে এক বছরের জন্য ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন ততকালীন অজি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। একই শাস্তি পেয়েছিলেন তাঁর সতীর্থ ডেভিড ওয়ার্নারও। শাস্তির মেয়াদ শেষ করে দুই তারকাই দলে ফিরেছেন। বিশ্বকাপেও ভাল ফর্মেই ধরা দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও হারানো সম্মান যে এখনও ফিরে পাননি, রবিবার ওভালে বিষয়টা যেন বেশিই স্পষ্ট হল। গতকাল ভারতের ইনিংস চলাকালীন বাউন্ডারি লাইনের কাছে ফিল্ডিং করছিলেন স্মিথ। তাঁকে লক্ষ্য করে গ্যালারি থেকে উড়ে আসে টিটকিরি, কটূক্তি। অনেকে তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে কটাক্ষ করেন। সেই সময় ক্রিজে ব্যাট করছিলেন কোহলি। সমর্থকদের কাণ্ড দেখে এগিয়ে গিয়ে হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দেন, তাঁরা ঠিক করছেন না। বলে দেন, টিটকিরি নয়, স্মিথের জন্য হাততালি দিতে। ভারত অধিনায়কের এমন আচরণ দেখে মুখে হাসি ফোটে স্মিথেরও। এগিয়ে এসে কোহলির হাত ধরে তাঁকে ধন্যবাদও জানান অজি ব্যাটসম্যান। এই ঘটনার ভিডিওই সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ভাইরাল। স্মিথের প্রতি বিরাটের এই আচরণই গোটা বিশ্বের ক্রিকেটপ্রেমীদের মন কেড়েছে।পরে ভারতের সাংবাদিক বৈঠকেও ওঠে স্মিথ প্রসঙ্গ। সেখানে সোজাসাপটা ভাষায় কোহলি বলেন, "একজন মানুষ যিনি দোষ করে তা স্বীকার করেছেন, এমনকী শাস্তিও পেয়েছেন, তিনি ফিরে আসার পর এমনটা করা একেবারেই ঠিক নয়। আমার সঙ্গেও এমনটা হলে আমারও ভাল লাগত না। এখানে অনেক ভারতীয় সমর্থকও রয়েছে। আমি চাইনি তারা খেলার মাঠে কোনও খারাপ উদাহরণ তৈরি করুক। ওর (স্মিথ) জন্য খারাপ লেগেছে। তাই দর্শকদের তরফ থেকে আমিই ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই।"

ম্যাচের পর বিস্ফোরক শাকিব আল হাসান !

খানিকটা উপরের দিকে ব্যাটিং করার ইচ্ছা বরাবরই দলের সকলের কাছে প্রকাশ করতেন।বিষয়টি প্রথমে আমোল দিতো না কেউই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডারের কথা ফেলতে পারেনি দল।এবং সুযোগ পেতেই নিজেকে প্রমান করে দিলেন বাংলাদেশ দলের অন্যতম অলরাউন্ডার শাকিব আল হাসান।গত চারটি ম্যাচে একটি সেঞ্চুরি এবং তিনটি হাফ সেঞ্চুরি , শুধু তাই নয় শনিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে বোলিং ওপেনিং করেছিলেন তিনি।গতদিন দুরন্ত পারফরম্যান্স এর পর এমন হতাশজনক পারফরম্যান্স এর পরেও খানিকটা হতাশ দেখালো শাকিব কে।জানিয়েছেন, তিনে ব্যাটিং করার জন্য দলের সকলের কাছে বারবার অনুরোধ করতে হয়েছে।ব্যাপারটা খুব চ্যালেনিং ও , কারন একবার খারাপ পারফরম্যান্স ফের আরেকবার পিছিয়ে যেতে বাধ্য করবে।এদিন ইংল্যান্ডের ১০৬ রানে হারলেও শাকিব করেছিলেন ১২১।বিষয়টি দারুণ উপভোগ করেছেন তিনি, তবে বলেছেন এটাই শুরু এরপর, আরও বেশি করে ব্যাটে - বলে দলকে সাহায্য করতে চান তিনি পরবর্তী ম্যাচ গুলোতে।এদিন দলের বোলিং নিয়ে খানিকটা হতাশ শাকিব।জানিয়েছেন, এদিন দলের বোলিং পারফরম্যান্স, অন্যদিনের তুলনায় যথেষ্ট খারাপ ছিলো বলেই মনে করেন তিনি।আরও একটু ভালো বোলিং পারফরম্যান্স দলের থেকে আশা করেছিলেন তা বলে ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের প্রশংসা করতে ভোলেননি।জানিয়েছেন ইংল্যান্ডের ওপেনারদের ইনিংস তার পাশাপাশি বাটলারের ইনিংস এদিন ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাড়িয়েছে।প্রসঙ্গত, ১১ ই জুন , ব্রিস্টলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পরবর্তী ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে বাংলাদেশ।

এই কারণে শিখর ধবনের জায়গায় ভারতীয় দল পাবে না কোনো রিপ্লেসমেন্ট

ভারতীয় দলের সমর্থকদের জন্য আজ ১১জুন মঙ্গলবার সেই সময় একটা খারাপ খবর আসে, যখন ভারতীয় দলের তারকা ওপেনার শিখর ধবন নিজের বুড়ো আঙুলের চোটের কারণে বিশ্বকাপ ২০১৯ থেকে ২১দিনের জন্য ছিটকে গিয়েছেন। শিখর ধবনের আহত হওয়ার ভারতীয় দলের জন্য ভীষণই বড়ো একটা সমস্যা।সিসিআই এখনো পর্যন্ত করেনি রিপ্লেসমেন্টের ঘোষনাআপনাদের জানিয়ে দিই যে বিসিসিআই এখনো পর্যন্ত শিখর ধবনের রিপ্লেসমেন্টের ঘোষণা করেনি। বিসিসিআইয়ের তরফে শিখর ধবনের ২১ দিন পর্যন্ত ছিটকে যাওয়ার তো আধিকারিক বয়ান এসে গিয়েছে, কিন্তু তার রিপ্লেসমেন্টের কোনো অফিসিয়াল বয়ান সামনে আসেনি।শিখর ধবনের জায়গায় ভারতীয় দল পাবেন না কোনো রিপ্লেসমেন্ট !শিখর ধবনের জায়গায় সম্ভবত ভারতীয় দল কোনো রিপ্লেসমেন্ট পাবে না। এর কারণ হল যে ভারতীয় দল থেকে শিখর ধবন মাত্র ২১ দিনের জন্য ছিটকে গিয়েছেন। টিম ম্যানেজমেন্টের মনে হয় যে তিনি ৩ সপ্তাহের পর সম্পূর্ণভাবে ফিট হয়ে যাবেন, এই জন্য দল তাকে নিজেদের সঙ্গে রাখতে চায়। শিখর ধবন দলের সবচেয়ে প্রধান খেলোয়াড়দের একজন।

এই কারণে ম্যানেজমেন্ট তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিতে চায়না। টিম ম্যানেজমেন্ট তার চোটের ঠিক হওয়ার অপেক্ষা করতে চায়। শিখর ধবন যদি দলে থাকেন তো আইসিসির নিয়মের মোতাবেক ভারতীয় দল তাদের রিপ্লেসমেন্ট পাবে না। যদি শিখর ধবনকে পুরো বিশ্বকাপের জন্য বাদ দেওয়া হয় তো নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় দল শিখর ধবনের রিপ্লেসমেন্ট পাবে।নিয়মের মোতাবেক ডেল স্টেইনকে দিতে হয়েছে বাদজানিয়ে দিই এই নিয়মকেই ধ্যান রেখে দক্ষিণ আফ্রিকার দলকে ডেল স্টেইনকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিতে হয়েছিল। ডেল স্টেইন দক্ষিণ আফ্রিকার ৪-৫ ম্যাচের পর ফিট হতে পারতেন, কিন্তু লুঙ্গি এনগিডিও আহত হয়ে গিয়েছিলেন আর দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের অভাব বোধ করছিল। এই কারণেই দক্ষিণ আফ্রিকার বড়ো সিদ্ধান্ত নিয়ে ডেল স্টেইনকে বাদ দিয়েছিল আর তারপর তারা বুরহান হেন্ড্রিকস্কে বিশ্বকাপে রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে পেয়েছিল।

Press NotkesAender No. 02/EE/K0/2019-20 Date,03/06/2019
The Executive Engineer, Kumarghat Dftision, PWD(R&B), Kumarghat, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 16.00.00 Hrs. on 25-06.2019 for the following work:-

Sl. No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1.	FDR of road from Kumarghat to darchawi via Ekalavya Residnetial School during the year 2018-19 SH Patch metalling, Grouting, Carpeting, Seal coat, etc from Ch. 0.50 km to Ch. 2.50 km (2nd Call) DNIT No: 40/EE/KD/2018-19.	Rs. 14,46,660.00	Rs. 14,467.00	3(three) months
2.	FDR/Urgent Mtc. Of V,arious roads under Ganganagar Sub Division during the year 3019-20/SH: Clearing of landslides, Flat brick solint gunny bag filling, earthwork and surface drain etc. (2nd Call) UNIT No: 53/EE/KD/2018-19.	Rs. 5,07,928.00	Rs. 5079.00	3(three) months
3.	Mtc. Of Kumarghat Hospital road and the road from Sherowali Hotel to kumarghat Block C'howinuhani during the year 2019-20 (L=350.00 +350.00=700.00 mtr) /SH: Patch repair by providing (routing, Carpeting and sand seal coating etc. (2nd Call) DNIT No: 47/EE/KD/2018-19.	Rs. 4,71362.00	Rs. 4714.00	3(three) months
4.	Mtc. of road from Kumarghat to Darchawi via Pabiacherra School, Play Ground during the year 2019-20 (Total length-2.50 Krn)/SH: Patch metalling, Grouting, Carpeting and seal coating etc from Ch.0.20 Km to 2.20 Km. (2nd Call) DNIT No: 49/EE/KD/2018-19.	Rs. 4,76,220.00	Rs. 4762.00	3(three) months

The last date and time for Document Downloading and bidding is **25-06-2019 up to 16.00 Hrs** and time & date for Bid opening are on **25-06-2019** at 16.00 Hrs.

ICA/C/253/19

(Er. S. Chakma)
Executive Engineer
Kumarghat Division, PWD(R&B)
Kumarghat Unakoti Tripura.

ডি ভিলিয়ার্স কে বিশ্বকাপের দলে নিলে সমস্যায় পড়তো ডু প্লেসিসরা

এক সময় সাউথ আফ্রিকা দলকে ব্যাটে-বলে একাধিক ম্যাচে নির্ভরতা এনে দিয়েছিলেন।সেই কিংবদন্তী সাউথ আফ্রিকান অলরাউন্ডার শন পোলক মুখ খুললেন সাউথ আফ্রিকার বিশ্বকাপ দলে ডি ভিলিয়ার্সের ফেরা নিয়ে।এই মুহূর্তে বিশ্বকাপে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে প্রোটিয়াস রা।১৯৯২ এর বিশ্বকাপে প্রথম বার অংশগ্রহণ করে এই দেশ।এরপর এতোবছরের ইতিহাসে এমন শোচনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি কোনও বারই হয়নি এই দল।প্রথমে ইংল্যান্ড, তারপর বাংলাদেশ এবং শেষে ভারত, পরপর তিন ম্যাচ হেরে এইবার টুর্নামেন্টে খানিকটা কোনঠাসা আমলারা।এরমধ্যে আছে আবার চোটাতঙ্ক, প্রথমে দলের অন্যতম তারকা পেসার ডেল স্টেইনের চোটের জন্য ছিটকে যাওয়া, তারপর নিগ্দি, আমলার মতো ক্রিকেটারদের চোটের জন্য ম্যাচে না পাওয়া, সবকিছু দারুন ভোগাচ্ছে এই দলকে।ভারতের বিরুদ্ধে হারের পর দিনই এই খবর এসেছিলো প্রকাশ্যে।দলের অধিনায়ক, কোচ, এমনকি নির্বাচকদের কাছে অবসর ভেঙে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবি।কিন্তু তার সেই কথা কে খুব একটা আমোল দেওয়া হয়নি কোনও তরফে। এবছর এবিষয়ে মুখ খুললেন শন পোলক, এ বি কে না নেওয়াটা সঠিক সিদ্ধান্ত বলেই মনে করেন পোলক।প্রসঙ্গত, এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর ডি ভিলিয়ার্সের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন শোয়েব আখতার।

অসুস্থ ভক্তের সঙ্গে দেখা করলেন সিআর সেভেন

নিজস্ব প্রতিবেদন : নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে নেশনস লিগের ফাইনালে নামার আগে অন্য রোনাল্ডোকে পাওয়া গেল দেশের মাটিতে। সুইতারল্যান্ডের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে দেশকে নেশনস লিগের ফাইনালে তুলেছেন সিআর সেভেন। ফাইনালে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে পর্তুগিজরা। পোতর্োয় ফাইনালের মহড়া সেরে ফেরার পথে মানবিক ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে দেখল ফুটবল বিশ্ব।রিয়াল ছেড়ে ২০১৮-১৯ মরশুমে জুভেন্টাসে যোগ দেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। প্রথম মরশুমেই সিরি-এ জিতেছেন সিআর সেভেন। এবার দেশের জার্সিতে প্রথম নেশনস লিগ কাপের ফাইনাল জিতে মরশুম শেষ করতে চাইছেন পর্তুগিজ সুপারস্টার। শনিবার পোতর্োর এস্তাদিও দো বেস্সা স্টেডিয়ামে অনুশীলন সেরে ফিরছিল পর্তুগাল দল। হোটেলে টিম বাস করে ফেরার পথে দেখা গেল এক কিশোর একটি প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে। যেখানে লেখা রয়েছে 'ক্রিশ্চিয়ানো, গিভ মি আ হাগ.' সূত্রের খবর রাস্তার ধারে এমন প্ল্যাকার্ড দেখে নিজেই টিম বাস থামাতে অনুরোধ করেন রোনাল্ডো। এরপর লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত ১১ বছরের সেই রোনাল্ডো ফ্যান এদুয়ারোদো মোরেইরা বাসে উঠে সিআর সেভেনের সঙ্গে ছবি তোলেন।মানবিক রোনাল্ডোর এমন ছবি রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে নেট দুনিয়ায়।

জাম্পার উপর বল ট্যাম্পারিংয়ের অভিযোগ

আইসিসি বিশ্বকাপ ২০১৯ ইংল্যান্ডে আর ওয়েলসে খেলা হচ্ছে। ভারত্রবিবার অস্ট্রেলিয়াকে ৩৬ রানে হারিয়ে এই টুর্নামেন্টে নিজেদের দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়েছে। এই ম্যাচে ভারতীয় দল দুর্দান্ত প্রদর্শন করেছে আর অস্ট্রেলিয়াকে পুরো ম্যাচে কখনোই মজবুত স্থিতিতে পৌঁছতে দেয়নি।জাম্পার উপর উঠল বল ট্যাম্পারিংয়ের অভিযোগএই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ান লেগ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পার উপর বল ট্যাম্পারিংয়ের অভিযোগ উঠছে। আসলে ভারতীয় সমর্থকদের বক্তব্য যে জাম্পা ম্যাচ চলাকালীন হ্যান্ড ওয়ার্মসের ব্যবহার করে বলের সঙ্গে ট্যাম্পারিং করছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত একটি ছবি আর ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় যথেষ্ট ভাইরাল হচ্ছে।যেখানে বোলিং চলাকালীন জাম্পা বার বার পকেটে হাত দিচ্ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যারন ফিঞ্চ জাম্পার উপর লাগা বল ট্যাম্পারিংয়ের অভিযোগের উপর নিজের রায় দিয়েছেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া জাম্পার ছবির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার পর ফিঞ্চ বলেন যে আমি ওই ছবি দেখিই নি।

// TENDER NOTICE //

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites fresh applications for tender/quotation from reputed registered suppliers/authorized dealers/ manufacturers for supply of Store articles like Expendable, Utensil, Miscellaneous, Sports, Electric goods, Tentage items, stationery stores items, MT Spare parts, Tyre re-treading, Body builders for repairing works of this unit vehicles and vehicles hoods, FI.P job works, Welding articles, Generator spare parts, Dragon/Commando light spare parts, Signal store items and Band equipments belonging to 8th Bn TSR (IR-III), Lalcherra, Dhalai Tripura for the year 2019-2020.

2.Terms & Condition along with relevant details etc. will be distributed from the Office of the Commandant, 8th Battalion TSR (IR-III), Lalcherra, Dhalai Tripura up to 19.06.2019 during office hours fromthe date of publication in papers.Interested suppliers/dealers/Workshops are requested to collect the tender form against a prayer free of cost. **The tender notice can also be seen at website www.tripura.govt.in.**

03.The sealed cover containing quotation should reach to the office of the undersigned by or before 28.06.2019 up to 1800 hrs. The tender box will be opened on 29.06.2019 at 1100 hrs by the committee in presence of interested tenderer(s) or their representatives.

ICA/C/241/19

(Nabadwip Jamatia)
Commandant
8th Battalion TSR (IR-III)

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, RD Santirbazar Division invites percentage rate single bid system e-tender in PWD form-7 for "Construction of New DPRC building(PRTI)(Administrative Block-Ground Floor) at Belonia, South Tripura District including sewage & drainage work, internal water supply and sanitary installation under RD Santirbazar Division during the year 2018-19" from the eligible bidders from enlisted contractors of appropriate authority and class upto 3.00 PM of 17/06/2019 vide **NIT NO.** e-PT-I/EE/RD/STB/2019-20 dt-28/05/2019 with Estimated , cost-Rs. 2,30,32,714.00, EMD-Rs. 2,30,327.00, cost of tender form- Rs.5000.00, time of completion-18 months, date of pre-bid meeting- at 12.00 PM of 10/06/2019. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. For details visit- **https://tripuratenders.gov.in, http://rural.tripura.gov.in.** For any clarification contact at 9612690107/ 09774488585.

ICA/C/264/19

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santribazar, South Tripura.

PRESS NOTICE INVITING eTENDER NO: O3IEE/WR-III/UDP/2019-20 DATE: 06.06.2019

Sl No	Name of the work	Estimated cost / Earnest Money	Time of Completion	Last date & time document downloading and bidding	Time and date of opening of bid	Document downloading and bidding application	Class of bidder
1	DNIT No. 02/SE/WRC-III/UDP/ DNIT/2018-19	87,34,873/- 87,349	6(Six) Months	U pto 15.00 Hrs on 03/07/2019	At 16.00 Hrs on 05/07/2019	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIT No. 03/SE/WRC-III/UDP/ DNIT/2018-19	81,47,104/ 81,471/	6(Six) Months				
3	DNIT No. 08/SE/WRC-III/UDP/ DNIT/2018-19	72,08,462/ 72,085/	6(Six) Months				
4	DNIT No. 16/SE/WRC-III/UDP/ DNIT/2018-19	41,90,434/ 41,904/	12(Twelve) M onths				
5	DNIT No. 17/SE/WRC-III/UDP/ DNIT/2018-19	65,45,408/- 65,454/	12(Twelve) M onths				
6	DNIT No. 18/SE/WRC-III/UDP/ DNIT/2018-19	80,93,398/- 80,934/	12(Twelve) M onths				
7	DNIT No. 19/SE/WRC-III/UDP/ DNIT/2018-19	32,77,455/- 32,775/	12(Twelve) M onths				
8	DNIT No. 20/SE/WRC-III/UDP/ DNIT/2018-19	53,99,878/- 53,999/	12(Twelve) M onths				
9	DNIT No. 21/SE/WRC-III/UDP/ DNIT/2018-19	78,51,187/- 78,512/	12(Twelve) M onths				
10	DNIT No. 22/SE/WRC-III/UDP/ DNIT/2018-19	1,06,87,094/- 1,06,871/	12(Twelve) M onths				
11	DNIT No. 23/SE/WRC-III/UDP/ DNIT/2018-19	24,24,041/- 24,240/	6(Six) Months				

N.11: The details notice can be seen in the office of the [i] Superintending Engineer, W.R. Circle No.III, Udaipur Lill Executive Engineer, W_4R. Division No.111, Udaipur 'WI Executive Engineer, W.R. Division No.IV, Belonia, South Tripura livi Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.I, Udaipur [v] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.I1, Udaipur and [vii Assistant Engineer, W.R. Sub-Division, Amarpur during office hours.
The details notice can also be seen at webs ite www.trioura.nic.iii and / or www.tripurainfo.com www.tripurainfo corp/www.tripurainuia.corn/ www.indigenousherald.comj www.tripuratoday.com/www.tripurachronicle.in

ICA/C/259/19

Executive Engineer
Water Resource Division-III
Udaipur, Gomati Tripura.

No.F.5(6)/BDO/LFG/MGNREGA/2019-20/733-36 Date-31/ 05/2019

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTERES

Notice inviting expression of interest is invited from resourceful local masons towards undertaking construction of Citizen Information Board(CIB) at the location of MGNREGA works in ADC Villages under Lefunga R.D. Block. ADC Villages under Lefun a R.D.Block se re ated as 8 Nos Zone. Details are mention as under:

Sl No.	Zone	Name of V.C	Remarks
1.	Zone-I	Abhicharan ADC Village	Interested Masons Must Mention name of any one zone for smooth conduct of MGNREGA works.
2.	Zone-II	Uttar Debendra Nagar ADC Village Birmohan ADC Village	
3.	Zone-III	Uttar Bodhjungnagar ADC Village	
4.	Zone-IV	Rajghat ADC Village	
5.	Zone-V	Gamchakobra ADC Village	
6.	Zone-VI	Bodhjungnagar ADC Village	
7.	Zone-VII	Bhagaban Chow para ADC Village	
8.	Zone-VII	Sambhurampara ADC Village Sipaipara ADC Village	

Since as per instruction of R.D Dept. CIB is to be compulsorily constructed before undertaking first Geo-Tagging of the project work. The MGNREGA Citizen Information Board(CIB) is to be constructed as per estimate provided by R.D Dept. Vide No.F.3(3)-RD/2017/1866DT-12-10-2017. As per estimate the said Citizen Information Board (CIB) for individual & household work under MGNREGA is to be constructed for an amount of Rs.3,500/- and for Community work the amount is Rs.4,900/- .Interested local masons are requested to submit their application within 10 days from the date of issuing of this Notice.

The application is to be supported by:-

1. Copy to AADHAR Card. 2. Copy to Bank Passbook. 3. Copy to EPIC 4. Given Mobile Number 5. Copy to Pan Card. 6. CST registration No 7. Passport Size Photo (1 no. copy)

Terms and Conditions:-

1.For CIB (Individual works) the measurement is 0.6m x0.9m (2' x 3')
2.For CIB (Public works) the measurement is 0.9m x 1.2m (3'x 4')
3.Works should be completed within 7 days.
4.Synthetic colour Back ground yellow and border & CIB text colour for Individual work shall be Black & Pubic work colour shall be Blue.
5.Standard quality material should be used & the quantity of material as specified in the estimate . Incase of any inferior material is used then payment will not be done.
6. Applicant should not mention more than one zone.
7. The undersigned is resereved the rights of cancellation the process at anytime without aspigning any reason.

Programme Officer (BDO)
Lefunga R.D. Block)

ICA/C/248/19

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTIFICATION

No.F.10(1-5)-Rectt./TPSC/2019/238 Agartala Dated : 11th June 2019

Ref : Commission's Advt. No.02/2019 dated 06.03.2019, Notification dated 03.04.2019 for recruitment to Tripura Civil Service Grade-II & Tripura Police Service Grade-II, Group-A Gazetted under GA (P&T) Department.

This is for informatin of all concerned that the Candidates who have applied in pursuance of the Commission's Notification No.F. 10(1-5)-Rectt./TPSC/2019 dated 03/04/2019 will not get age relaxation and candidature of such candidates who have already attained overage in respect of Advt. No. 02/2019 dated 06/03/2019 has been cancelled.

This is in pursuance of the Judgment of Hon'ble High Court of Tripura arising upon WP(C) 831 of 2018 and WP(C) 676 of 2019.

For Further details please visit : www.tpsc.gov.in.

The commission will not be responsible for printing mistake, if there be any.

Sd/=
(S.Mog)
Secretary,
Tripura Public Service Commission

জাগরণ 12 June, 2019, Wednesday আগরতলা ১২ জুন, ২০১৯ ইং, ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

মঙ্গলবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জম্মু কাশ্মীরের নিহত জওয়ানদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। ছবি- পিআইবি।

রাজ্য থেকে হজে যাচ্ছেন ১০৬ জন, ধর্মনগরের হজযাত্রীদের শুভেচ্ছা সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।। ত্রিপুরা থেকে এবার হজ করতে যাচ্ছেন ১০৬ জন এর মধ্যে ৬৯ জন পুরুষ এবং মহিলা রয়েছেন ৩৭ জন। উত্তর জেলা থেকে মোট ৩২ জন হজে যাবেন। তাদের মধ্যে একজন মহিলা এবং ২২ জন পুরুষ রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে উত্তর জেলা হজযাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। হজ কমিটি হজযাত্রীদের সবাইকে বেশ পরিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছে। এদিন, সকাল ১১ টা নাগাদ ধর্মনগর বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী ভবনে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব ত্রিপুরা সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, ত্রিপুরা রাজ্যের হজ কমিটির চেয়ারপারসন জামাল উদ্দিন, ধর্মনগর মহকুমা শাসক সুব্রত কুমার দাস সহ অন্যান্য সমাজসেবী।

হজ কমিটির পক্ষ থেকে সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা এবং অন্যান্য অতিথিদেরকে পুষ্পস্তবক ও ব্যাজ পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা এবং অন্যান্য অতিথিরা একটি গাছের মধ্যে জল ঢেলে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এদিন, সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে হজযাত্রীদের হাতে একটি ট্রলি ব্যাগ, একটি কোমরের ব্যাগ এবং একটি টাওয়েল তুলে দেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা।

আজ পূর্ব লোকসভা আসনে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, রাজ্যে শান্তির পরিবেশ বজায় থাকুক, সর্বদা সেই কামনা করি। তার কথায়, রাজ্যে যুগ যুগ ধরে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট থাকুক তা সুনিশ্চিত করা সকলের দায়িত্ব। তিনি বলেন, সকলের উন্নয়নে সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।

এদিকে, ধর্মনগর মহকুমা শাসক বলেন, হজযাত্রীদের যারা বাছাই হয়েছেন তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তিনি বলেন, কদমতলা ব্লক থেকে ২২ জন, কালাছড়া ব্লক থেকে ৪ জন, ধর্মনগর পুর পরিষদ এলাকার ৩ জন এবং পানিসাগর থেকে ৩ জন বাছাই হয়েছেন।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১১ জুন ।। উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন সরসপুর এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আগুনে পুড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। মৃতার নাম সুমতি মালাকার। সাথে একটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

গতকাল সন্ধ্যাবেলা চা করতে গিয়ে গ্যাসের উনুন থেকে আগুনের সূত্রপাত। তবে কিভাবে আগুনের সূত্রপাত তা এখনও জানা যায়নি। মুহুর্তে গোটা রান্নাঘর আগুনের লেলিহান শিখায় গ্রাস করে ফেলে। রান্না ঘরে থাকা বিভিন্ন সামগ্রী সহ অন্যান্য আসবাবপত্র সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। ঘরে থাকা সকল মানুষ প্রাণ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও সুমতি মালাকার রান্না ঘর থেকে বের হতে পারেননি। ঘরের ভেতর অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধা মহিলার।

এদিকে আগুন লাগার তিন ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় দমকল বাহিনী। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। দমকলের ইঞ্জিন সহ দমকল কর্মীরা দেরিতে আসায় এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তখন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে কদমতলা থানার পুলিশ পরিস্থিতির সামাল দেয়। সুমতি মালাকারের দুই ছেলে ও একে মেয়ে রয়েছে। স্বামী অনিল মালাকার অনেক আগেই পরলোক গমন করেছেন। আগুনে পুড়ে ছাই রান্না ঘর সহ অন্যান্য আসবাবপত্র। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় লক্ষাধিক টাকা। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মী সঞ্জয় মল্লিক জানান, কদমতলা থেকে সরলা যাওয়ার রাস্তা বন্ধ থাকায় অনেক ঘুরে ঘটনাস্থলে যেতে হয়েছে দমকল কর্মীদের। তারা গিয়ে দেখেন আগুন নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। দমকল কর্মী সঞ্জয় মল্লিক আরও জানান, যে ঘরটিতে আগুন লেগেছে সেই ঘরে গুড়ের টিন সহ মাটিতে অনেক লোহার রড ছিল। আর এই রডের মধ্যে সুমতি মালাকারের পা আটকে যাওয়াতে তিনি ঘর থেকে বের হতে পারেননি। ঘরের ভিতরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

গোমতি জেলায় কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।। গোমতি জেলায় কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনা শুরু হয়েছে। সাত দিন ধরে শিবিরে কৃষকরা ধান বিক্রি করবেন। পাশাপাশি ২০২২ সালের মধ্যে গোমতি জেলার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর কর্মশালা ও সচেতনতা শিবির আজ উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উভয় শিবিরের উদ্বোধন করেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী প্রাণজিৎ সিংহরায়।

আজ কৃষিমন্ত্রী সিংহরায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী চাইছেন ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে। তার কথায়, সারা রাজ্যে ২১,৫০০ হেক্টর জমিকে হাই রিস্ক জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই চিহ্নিত এলাকায় যে সকল কৃষক চাষাবাদ করবেন, সরকার তাদের বিনামূল্যে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় বিমা করে দেবেন। এর জন্য ব্যয় হবে ৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, এ-বছর এখন পর্যন্ত গোমতি জেলায় ৫০৪ জন কৃষককে প্রধানমন্ত্রী ফসলবীমা যোজনার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে গোমতী জেলায় ২৪,০০০ কৃষককে প্রথম কিস্তি হিসেবে ২,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কিস্তির টাকাও প্রদান করা হয়েছে প্রায় ১৯,০০০ কৃষককে।

তাঁর দাবি, গোমতী জেলায় ১০ জন করে মোট ৩৭টি গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেক গ্রুপকে ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে গ্রুপের সদস্যদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য। তার আরও দাবি, গত অর্থবর্ষে গোমতী জেলায় ৮৩৬টি পাওয়ারটিলার কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। পাম্পসেট দেওয়া হয়েছে ৪০০টি। সবকিছু মিলিয়ে ৪৮২২টি কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী আজ বলেন, গত বছর কৃষকদের কাছ থেকে ১০,৪০০ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করা হয়েছে। এ বছরও রবি মরশুমে ১০,০০০ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই ধানগুলি মিলিং করে রেশনের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষকে দেওয়া হবে। তার দাবি, প্রতি কুইন্টাল ধান ১,৭৫০ টাকা করে কেনা হবে। তার কথায়, রাজ্যে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিকটন ধান উৎপাদন হয়। কিন্তু প্রয়োজন ৯ লক্ষ মেট্রিকটনেরও বেশি। ঘাটতি ধান উৎপাদনের জন্য কৃষকদের সকল রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। তাছাড়া ধান মারাইর মেশিনও কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এদিকে, বিধায়ক বুর্বমোহন ত্রিপুরা সমস্ত কৃষকদের আন্তরিকতার সঙ্গে কৃষিকাজ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সবরকম সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দেন। বিধায়ক বিপ্লবকুমার ঘোষ বলেন, কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করার জন্য রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটলে রাজ্যেরই উন্নতি হবে।এদিন গোমতী জেলার জেলাশাসক ড় টি কে দেবনাথ সমস্ত কৃষককে সরকারি সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আজ সেমিনারে গোমতি জেলার বিভিন্ন মহকুমা থেকে প্রায় এক হাজারেরও অধিক কৃষক অংশ নেন। অতিথিরা কৃষকদের হাতে সয়েল হেলথ কার্ড তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী পদ্মমোহন জমাতিয়া।

এদিকে, আজ সকালে মাতাবাড়িস্থিত ধন্যমাণিক্য মুক্তমঞ্চে গোমতী জেলার কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করার শিবিরেরও উদ্বোধন করেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। এই ধান ক্রয় শিবির চলবে আগামী সাতদিন পর্যন্ত। অমরপুর, কাকড়াবন, মির্জা, তেপানীয়া, মহারাণী-তেও ধান ক্রয় শিবির করা হবে। এই অনুষ্ঠানে বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, গোমতীর জেলাশাসক ড় টি কে দেবনাথ, বিধায়ক সুধাংশু দাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবী পদ্মমোহন জমাতিয়া।

রাজ্যের ব্লাডব্যাঙ্কগুলিতে চরম রক্ত সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।। রাজ্যের হাসপাতালের ব্লাডব্যাঙ্কগুলিতে রক্ত সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। চাহিদার ৬ শতাংশ রক্ত ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে মজুত নেই। তাতে মহা সঙ্কটে পড়েছেন বিশেষ করে থেলাসেমিয়া রোগীরা। তাদেরকে প্রতিমাসে একাধিকবার রক্ত গ্রহণ করতে হয়। অন্যথায় তাদের মৃত্যু অবধারিত। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের যোগান বৃদ্ধির জন্য সরকারি তরফে তেমন কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। নির্বাচনি ডামাডোলে রক্তদান শিবির স্তিমিত হয়ে পড়েছে। এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা যায়নি। যে সব সংস্থা, ক্লাব কিংবা সংগঠন রক্তদানে এগিয়ে আসে তারাও এই মুহূর্তে নিরবতা পালন করে চলেছে। রক্তের চাহিদা রক্তদান ব্যতিত পূরণ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। রাজধানী আগরতলা শহরের জিবি, আইজিএম, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সহ সর্বত্রই ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্ত শূন্যতা দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার হাসপাতালগুলিতে থেলাসেমিয়া রোগীরা রক্তের জন্য এসে নিরাশ হয়ে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিতে তাকিয়ে ফেরত যেতে বাধ্য হয়েছে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে রক্তদানের তেমন কোনও প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অবিলম্বে রাজ্য সরকারের তরফে বিশেষ কোনও উদ্যোগ গ্রহণ না করলে

ছয়ের পাতায় দেখুন

নেশা কারবারীদের দৌরাত্মে অতিষ্ঠ প্রমিলাদের বোধজংনগর থানায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বোধজং নগর থানা এলাকার আর কে নগর ও ডি সি পাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় মাতাল দৌরাত্ম্য চরম আকার ধারন করেছে। মাতাল দৌড়াতে ঐ এলাকায় বসবাস করা সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। পুলিশ নিষ্ক্রীয়। এরই প্রতিবাদে এলাকার মহিলারা বোধজং নগর থানায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ এবং গণসাক্ষর সম্বলিত স্মারক লিপি প্রদান করেছেন। বোধজংনগর থানা এলাকার আর কে নগর পঞ্চায়েত ও ডি সি পাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় মাতার দৌরাত্ম তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করেছে। গত ২৫ মে নেশাকারবারীদের মধ্যে আভ্যন্তরীন কুন্দলের জেরে এক নেশা কারবারী খুন হয়েছিল। তার নাম শিবু দাস। তারপরও এলাকায় নেশা কারবারী ও নেশাখোরদের দৌরাত্ম বিন্দুমাত্রও কমেনি। এলাকার সাধারণ মানুষ এসবের প্রতিবাদ জানিয়ে কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না। উপরন্তু যারা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল এমনকি প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছে ঐসব নেশা কারবারীরা। এমনকী গত ২৫মে হত্যাকাণ্ডে বেশ কয়েকজনকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। এলাকায় নেশা কারবারী ও নেশাখোরদের দৌরাত্ম কমাতে বহুবার বোধজং নগর থানার পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। কিন্তু পুলিশ কার্যকরী কোন ভূমিকা পালন করছেনা বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার ডি সি পাড়া এবং আর কে নগর গাঁওসভার মহিলারা ঐক্যবদ্ধভাবে থানায় ডেপুটেশন ও স্মারক লিপি প্রদান করেছেন। নির্দোশীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ নাকি তাদেরকে বলেছে নিজেদের নামে যেসব মামলা হয়েছে সেগুলির কিনারা হোক। তারপরই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে বলে পুলিশের বক্তব্য। পুলিশের এহেন বক্তব্যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার মহিলারা।

অবিলম্বে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে প্রমীলা বাহিনী এলাকায় শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার তাগিদে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নে মন্ত্রীর দ্বারস্ত ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।। পরিকাঠামো ছাড়াই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের খাবার নীতি পরিবর্তনে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রীর দ্বারস্ত হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘ। সংঘের সাধারণ সম্পাদিকা মঞ্জুলা চক্রবর্তীর কথায়, রাষ্ট্রহীতে যে কোন সিদ্ধান্ত মেনে চলতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু পরিকাঠামো ছাড়া শিশুদের পরিচর্যায় সমস্যা হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বিগত সরকারের জামানা থেকেই নানাহ সমস্যায় জর্জরিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি। এবার দপ্তরের মন্ত্রী নিশ্চিত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। মঞ্জুলা চক্রবর্তী বলেন, এ-বছর জানুয়ারী থেকে শিশুদের প্রাত: আহারে পরিবর্তন এনেছে ত্রিপুরা সরকার। তাতে বলা হয়েছে, প্রতিদিন বিস্কুট, ফলের বদলে সুজি, ছোলা, চিড়ার পোলাও ইত্যাদি রকমারি ও স্বাস্থ্যকর খাবার দিতে হবে শিশুদের। কিন্তু, ওই সমস্ত খাবার সংরক্ষণের জন্য বাসনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে খাদ্য সামগ্রী কিনতে হচ্ছে প্রতিদিন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার সর্বত্র শিশুদের আহারের ওই সামগ্রীগুলি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পাশে পাওয়া যায় না। ফলে, দূর দূরান্ত থেকে ওই সামগ্রীগুলি সংগ্রহ করতে হচ্ছে। কিন্তু প্রতিদিন তা সম্ভব হয়ে উঠছে না। তার কথায়, সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলা হলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিচালনায় সুবিধা হবে।

মঞ্জুলা চক্রবর্তীর বক্তব্য, ত্রিপুরায় প্রায় ৯ হাজারের অধিক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং ১৯ হাজারের অধিক কর্মী ও সহায়িকা রয়েছেন। কিন্তু, আমাদের নানা সমস্যার মধ্যে দিয়েই জীবন কাটাতে হচ্ছে। তিনি বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের পেনশন বৃদ্ধির বিষয়ে বিবেচনার জন্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কারণ, মাসে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ৭০০ টাকা এবং সহায়িকা ৫০০ টাকা পেনশন পাচ্ছেন। অথচ, অনেকেই অবসরে যাওয়ার পরও পেনশন পাচ্ছেন না। তাছাড়া, এই স্বল্প টাকা পেনশনে পেনশনধারীদের দৈনন্দিন চাহিদাও মিটছে না। তাই, মন্ত্রীর কাছে এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। তার কথায়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শান্তনা চাকমা পেনশন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি, পেনশনের বয়সসীমা বাড়িয়ে ৬৫ বছর করার দাবিও বিবেচনা হবে বলে আশ্বাস মিলেছে।

মঞ্জুলা চক্রবর্তী আরো জানিয়েছেন, সরকারি ছুটি অন্যান্য রাজ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ফের কন্যা সন্তানের মা হলেন এষা, নাম রাখলেন মিরায়া

মুম্বই, ১১ জুন (হি.স.): দ্বিতীয়বারের জন্য কন্যা সন্তানের মা হলেন বলিউড অভিনেত্রী এষা দেওলউ মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সুসংবাদ জানিয়েছেন এষা নিজেইউ ১০ জুন, সোমবার ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এষাউ নাম রেখেছেন মিরায়াউ পাশে থাকার জন্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এষা ও তাঁর স্বামী ভরত তখতানিউ বছর দু'য়েক আগে বড় মেয়ে রাধ্যার জন্ম দিয়েছিলেন এষাউ দ্বিতীয়বারের জন্য ফের কন্যা সন্তানের মা হলেন এষাউ

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে এনগেজমেন্টের পর ওই বছরের জুন মাসে বিয়ে করেন এষা ও ভরতউ দু'জনেই ছোটবেলার বন্ধুউ বছর দু'য়েক আগে বড় মেয়ে রাধ্যার জন্ম দিয়েছিলেন এষাউ আর ২০১৯ সালের ১০ জুন দ্বিতীয় কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনীর কন্যা এষা। রাধ্যা

ছয়ের পাতায় দেখুন

রোগীর পরিজনদের হাতে আক্রান্ত জুনিয়র ডাক্তার, এনআরএস হাসপাতালে তালা ঝুলিয়ে অবস্থান-বিক্ষোভ

কলকাতা, ১১ জুন (হি.স.): চিকিতায় গাফিলতিতে রোগীমৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেউ পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত হাসপাতালের চিকিতা পরিষেবা প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেউ বাইরে থেকে আসা কোনও রোগীকে হাসপাতালে ভিতরে ঢুকতেই দেওয়া হচ্ছে না, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে হাসপাতালের মূল ফটকউ যে সমস্ত রোগীরা হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন, তাঁদের আত্মীয় ছাড়া কাউকেই হাসপাতালের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে নাউ গণ্ডগোলের সূত্রপাত, ট্যাঙরার বি বি বাগানের বাসিন্দা মহম্মদ সাহিদ নামে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করেউ সামান্য অসুস্থতার কারণে গত রবিবার রাতে এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয় মহম্মদ সাহিদ নামে ওই রোগীকেউ হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় সোমবার রাতে এনআরএস হাসপাতালে মেডিসিন ওয়ার্ডে তাঁর মৃত্যু হয়।

পরিজনদের অভিযোগ, চিকিতায় গাফিলতির কারণেই মৃত্যু হয়েছে মহম্মদ সাহিদেরউ এরপর পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপ হতে থাকেউ জুনিয়র চিকিতকদের সঙ্গে রোগীর পরিজনদের হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়উ সময় যত বাড়তে থাকে পরিস্থিতি ততই খারাপ হতে থাকেউ হাসপাতালে জড়ো হতে থাকেন মৃত রোগীর আত্মীয়-পরিজনরাউ অভিযোগ, মারমুখী জনতার কবলে পড়ে গুরুতর আহত হন দু'জন ইন্টার্ন পড়ুয়াউ মোট ছ'জন জুনিয়র চিকিতককে মারধর করা হয়, তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনকউ হাসপাতাল সূত্রের খবর, মারধরের ঘটনায় আহত দুই জুনিয়র ডাক্তার আইসিইউতে ভর্তি রয়েছেনউ হাসপাতালে সিকিউরিটি অ্যালার্ম ব্যবস্থা ও মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণের পরও এমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটল।

এরপর সোমবার গভীর রাত থেকেই নিরাপত্তার দাবিতে জুনিয়র ডাক্তাররা অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেনউ বিক্ষোভের জেরে হাসপাতালের পরিষেবা কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেউ আউটডোর বন্ধউ মঙ্গলবার সকালেই হাসপাতালের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছেউ জুনিয়র চিকিতকদের দাবি, নিরাপত্তা যতক্ষণ না পর্যন্ত সুনিশ্চিত করা হবে ততক্ষণ এই অবস্থান চলবেউ চিকিতা পরিষেবা স্তব্ধ হওয়ার ফলে দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীরা চিকিতা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেনউ ক্ষুব্ধ ডাক্তারদের সঙ্গে

ছয়ের পাতায় দেখুন

১০৯ ঘন্টার অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যর্থ, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল ছোট্ট ফতেহবীর সিং

পঞ্জাব (সাঙরুর), ১১ জুন (হি.স.): প্রায় ১০৯ ঘন্টার অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মঙ্গলবার সকালেই সাফল্য পেয়েছিল জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসন। কিন্তু, সেই সাফল্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল ছোট্ট শিশু ফতেহবীর সিং। ১০৯ ঘণ্টা পর মঙ্গলবার সকালে উদ্ধার করা সম্ভব হয় পঞ্জাবের সাঙরুর জেলার ২ বছরের ছোট্ট শিশুটিকে। মঙ্গলবার সকাল ৫.১২ মিনিটে পুলিশ, স্থানীয় বাসিন্দা এবং এনডিআরএফ-এর সহায়তায় শেষমেশ কুয়ো থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় ছোট্ট ছেলে ফতেহবীর সিংকে। উদ্ধার করার পরই ফতেহবীরকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অ্যাম্বুল্যান্সে করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। কিন্তু,

ছয়ের পাতায় দেখুন

খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

গণবন্টন ব্যবস্থায়
চিনি
সরবরাহের শুভ উদ্বোধন

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি ঃ
শ্রী বিপ্লব কুমার দেব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা

বিশেষ অতিথি ঃ
শ্রী মনোজ কান্তি দেব, মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর, ত্রিপুরা
শ্রীমতি প্রতিমা ভৌমিক, মাননীয়া সাংসদ, পশ্চিম ত্রিপুরা
শ্রী রেবতী মোহন ত্রিপুরা, মাননীয় সাংসদ, পূর্ব ত্রিপুরা

সম্মানিত অতিথি ঃ
ডঃ দেবাশীষ বসু, সচিব, খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর, ত্রিপুরা

সভাপতি ঃ
শ্রী হীরেন্দ্র দেববর্মা, অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা, খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর, ত্রিপুরা

ICA/D-317/2019-20

স্থান ঃ আগরতলা টাউন হল
তারিখ ঃ ১২ই জুন, ২০১৯ ঃ সময় ঃ সকাল ১১ ঘটিকা

প্রতি পরিবার ঃ ১ কেজি ঃ ২৩ টাকা

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।